শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৮৮

১৮৭৩ – ১৯৭৩

রাজশাহী কলেজ রাজশাহী

রাজশাহী কলেজের
শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান-'৮৮ সুন্দর হোক
সফল হোক

রাজশাহী পৌর করপোরেশন
রাজশাহী

জনসাধারণের সেবাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- নিয়মিত পৌর কর পরিশোধ করে পৌর করপোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করুন ।
- আপনার বাড়ী ঘরের আশে পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন ।
- পানির অপচয় রোধ করুন ।
- আমাদের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পৌর বাসীর একনিষ্ঠ সহযোগিতা আন্তরিক ভাবে কামনা করছি ।

মোঃ আবদুল হাদী
মেয়র
রাজশাহী পৌর করপোরেশন
রাজশাহী

কলেজ লাইব্রেরী
রাজশাহী কলেজ
রাজশাহী

শতবর্ষ স্মরণিকা ৮৮

(১৮৭৩ – ১৯৭৩)

সম্পাদনা উপ পরিষদ

আহবায়ক – অধ্যাপক এ. বি. এম. রেজাউল হক
সদস্য :
(১) অধ্যাপক ডঃ মো : আসাদুজ্জামান
(২) অধ্যাপক এস. এম. আব্দুল লতিফ
(৩) অধ্যাপক এন. কে. মুহাম্মদ হাবীবুন নবী

রাজশাহী কলেজ রাজশাহী

প্রকাশক :
চেয়ারম্যান, শতবর্ষ উৎসব সাংগঠনিক কমিটি
ও
অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
প্রকাশকাল :
ডিসেম্বর, ১৯৮৮

মুদ্রণ সংখ্যা :
৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রচ্ছদ :
হাশেম খান

আলোকচিত্র :
স্টুডিও কস্‌মোপলিটান
প্রফেসর পাড়া রাজশাহী

মুদ্রণ :
পি আই বি প্রেস
৩, সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা – ১০০০

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
০৭ পৌষ ১৩৯৫
২২ ডিসেম্বর ১৯৮৮

বাণী

রাজশাহী কলেজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। জ্ঞান সাধনা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য এই কলেজ গৌরবের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এই প্রতিষ্ঠান আজো তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

রাজশাহী কলেজের শতবর্ষ উৎসবের আনন্দঘন মুহূর্তে এই কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্র এবং এর সাথে জড়িত সকল কর্মচারীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। রাজশাহী কলেজের সগৌরব অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতে অবাধ ও অনায়াস হোক — এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

বাণী

এই উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যায়তনটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেছে এবং এক অনন্য ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে।

এই পটভূমিতে রাজশাহী কলেজের "শতবর্ষ উৎসব" অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসব কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ না হয়ে যদি শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের নতুন কর্মসূচি উদ্ভাবনের মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তবে আনন্দিত হবো। আমার দৃঢ় প্রত্যাশা, উৎসবের উদ্যোক্তাগণ'এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

এই স্মরণীয় লগ্নে এই কলেজের সকল প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক, ছাত্র ও এর সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যাদের নিরলস পরিশ্রম, সাধনা ও কর্মে রাজশাহী কলেজের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ।

আমি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য এবং রাজশাহী কলেজের অব্যাহত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

১৪.১২.৮৮

শেখ শহীদুল ইসলাম
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিনন্দনপত্র

উপমহাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র রাজশাহী কলেজ গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের অধিকারী। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মহাকালের রথচক্র একে পৌঁছে দিয়েছে শতাব্দী পারের নবযাত্রার স্বর্ণদ্বারে। এ ক্রান্তিলগ্নে উদ্‌যাপিত 'শতবর্ষ উৎসব' পর্বের স্মরণোৎসব হলেও এর নবযাত্রার ক্ষেত্রে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ মহতী অনুষ্ঠানকে আমি সানন্দে অভিনন্দিত করছি।

রাজশাহী কলেজের দুর্লভ খ্যাতি অর্জনে ও গৌরব বৃদ্ধিতে যাঁরা পূর্বসূরি ও উত্তর সাধক সবারই অবদানের কথা সশ্রদ্ধ স্মরণে রেখে এ কলেজের উত্তরোত্তর অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি এবং সেই সঙ্গে শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

(হেদায়েত আহমেদ)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশে রাজশাহী কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে অবিভক্ত বাংলায় প্রেসিডেন্সী কলেজের সমকক্ষ হিসেবে এই বিদ্যাপীঠের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

অতীতের উপরেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ। ১৮৭৩ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য কৃতী ছাত্র গড়ার দায়িত্ব পালনে এই মহাবিদ্যালয় যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে এসেছে তা দেশ ও জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজও আমি মনের কোণে সযত্নে লালন করি এ বিদ্যাপীঠের অম্লান স্মৃতি এবং সবিনয়ে ঘোষণা করি—আমি রাজশাহী কলেজের ছাত্র।

আমি আন্তরিকভাবে রাজশাহী কলেজের অগ্রগতি ও প্রগতি কামনা করি।

শতবর্ষ অনুষ্ঠান সুন্দর হোক, সফল হোক।

কাজী জালাল আহমেদ
প্রতিরক্ষাসচিব,
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শুভেচ্ছাবাণী

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কলেজ অবিভক্ত বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ রূপে পরিচিত। উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ এই কলেজে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও এম, এ, পর্যায়ে পাঠদান করা হতো। নানা কারণে পরবর্তী কালে এম, এ, কোর্সের পাঠদান অবলুপ্ত হলেও এই কলেজে আজ পর্যন্ত অনার্স কোর্সের পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে ২৪টি বিষয়ে পাঠদান করা হয় এবং এর মধ্যে ১৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। শতাব্দীকাল যাবৎ এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে যায়। প্রতি বছর এই কলেজ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থান দখল করে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে এই কলেজ রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

রাজশাহী কলেজের শতবর্ষ উৎসব পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং উৎসবের সাফল্য কামনা করি। আমার বিশ্বাস রাজশাহী কলেজ অদূর ভবিষ্যতে একটি " Centre of excellence " এ উন্নীত হবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শকের ভূমিকায় উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখবে।

ডঃ আ হ ম করিম
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

বিভাগীয় কমিশনারের বাণী

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী কলেজ তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে শতবর্ষ অতিক্রম করেছে—এ কথা ভাবতে বেশ গর্ব বোধ হচ্ছে। শতবর্ষব্যাপী এই কলেজের সুদীর্ঘ খ্যাতির কথা স্মরণ করে শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

যাঁদের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড এই কলেজের ঐতিহ্য সৃষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক তাঁদের প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী দিনগুলোতে এর গৌরবময় ঐতিহ্যের সমুন্নতি এবং সেই সংগে শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

—সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।

শুভেচ্ছা বাণী

রাজশাহী কলেজে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত। ঐতিহ্যবাহী এ কলেজের শতবর্ষ অতিক্রম উপলক্ষে এ উৎসবের আয়োজন যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-শিক্ষককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শতবর্ষ উৎসব সফল হোক এই কামনা করি।

জেলা প্রশাসক
রাজশাহী।

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বাণী

দেরীতে হলেও রাজশাহী কলেজের এক শত বৎসর পূর্তি উৎসব পালিত হতে যাচ্ছে দেখে আনন্দ লাগছে। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক ও বর্তমান অধ্যক্ষ হিসেবে এ অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকতে পেরে আমার এ আনন্দ শত গুণ বেড়ে গেছে।

এ কলেজের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি গভীর একাত্মতা প্রকাশ করে ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করছি।

আ. কাসেম
১/১২/৮৮

আবুল কাসেম
অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
ও
চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক কমিটি,
রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব।

শুভেচ্ছা বাণী

রাজশাহী কলেজ নিঃসন্দেহে এ উপমহাদেশের একটি অন্যতম সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শতাব্দীব্যাপী সুকুমার বৃত্তি লালনের ক্ষেত্র। দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি। অসংখ্য গুণীজন ও যশাস্বধন্য সন্তান গড়ার তীর্থস্থান।

জ্ঞান ও গুণীজন কর্তৃক যথাসময়ে ও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন অপারগতায় এ প্রতিষ্ঠান বিমলিন, বিমর্ষ নয়। তবে এর ঐতিহ্যমণ্ডিত সৃষ্টি ধারাকে ত্বরিত ও সার্বিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা সরকার ও দেশবাসীর পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাজশাহী কলেজের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনে একজন শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ হিসেবে শরিক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্তি আমার পঁচিশ বছর শিক্ষকতা জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ও বিরলতম ঘটনা।

রাজশাহী কলেজ হোক চির সুন্দর, চির দীপ্যমান— জ্ঞান সাধকদের তীর্থস্থান। সর্বান্তকরণে শতবর্ষ উৎসবের সফলতা কামনায়—

প্রফেসর খোন্দকার মনিরুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

অধ্যক্ষের অফিস ভবন

কল্লোলিনীতিলোত্তমা

মুহম্মদ আশ্‌রাফুল্‌ ইস্‌লাম

রাজশাহী কলেজ, ওগো রাজশাহী কলেজ
ব্রিটিশ সূর্য তখন, মধ্যাহ্ন পেরিয়ে
একটু পশ্চিমে। সিংহের থাবায় অন্তিম ক্লেশ
সে- মুহূর্তে তোমায় জন্ম বরেন্দ্র ভূমিতে।

থেমে গেছে গোরা সৈন্যের বেয়নেটের
রুদ্র আস্ফালন, তখন সেগুলো অস্ত্রাগারে
স্থিরচিত্র। সিপাহিদের ফাঁসি কাঠে ঝোলানোর
নির্লজ্জ তামাশা তখন কিছুটা শিথিল।

সেই শিথিল অন্ধকারে, কীর্তিনাশা তীরে
জ্বালাতে জ্ঞানের সুদীপ্ত মশাল
তুমি এলে অনুপমা, অনন্য, একক।

তুমি এলে, ভাঙলো ঘুম
কত রাজা রানী, খ্যাতির বেসাতি নিয়ে
ভীড় করলো তোমার বন্দরে। উড়লো
আলোর পতাকা তোমার মিনারে।

সে আলোর অনির্বাণ দ্যুতি
ছুঁয়ে গেল মাঠ-ঘাট নগর বন্দর
কৃষক চালালো হল, শ্রমিক আনলো হাতুড়ি
মানুষ গড়ার এই কারখানা, কল্লোলিনী
তিলোত্তমা হলো।

আমাদের কথা

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে যখন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় তখনই ইংরেজরা স্থায়ীভাবে এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে। ভারতবর্ষে সেই বছর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের পদ্ধতিতে কোলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন থেকেই কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিদের ইংরেজী ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোলকাতায় হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ ছিল বটে কিন্তু বাংলাদেশের অন্য কোথাও তখন পর্যন্ত টোল বা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

১৭৭৯ সালে প্রকাশিত মেজর রেনেলের মানচিত্রে রাজশাহির যে অবস্থান দেখান হয়েছে তাতে স্টীমার ঘাট, বড়কুঠি, বর্তমান নাটোর রোড, কোর্ট বিল্ডিং, হজরত শাহ্ মাখদুম (রাঃ)-এর দরগা ছাড়া প্রায় সব এলাকাটাই বসতিহীন কৃষিযোগ্য ভূমিরূপে চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমে কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য রাজশাহী কলেজ স্থাপিত হয়। শতাধিক বছরের প্রাচিন এই বিদ্যাপীঠ আজকে হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশ ও জাতি নিয়ে আমরা যে গর্ব করি শিক্ষাই তার মূল ভিত্তি। শতাধিক বছরের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের উজ্জ্বলতম সাক্ষী উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গর্ব করার মত বহু কৃতী সন্তানের লালন ক্ষেত্র এই কলেজ। বহু জ্ঞানী,গুণী ও প্রাজ্ঞজনের কর্মগৌরব একে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে বসিয়েছে।

স্মরণিকায় অতীতের হারানো দলিল এবং পুরানো দিনের চিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো সংগ্রহ করা দুসাধ্য ব্যাপার। এই স্মরণিকায় যাঁরা অতীত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং যাঁরা বর্তমান প্রেক্ষাপট এই স্মরণিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে আমরা জানাই মোবারকবাদ।

১৯৭৩ সালে শতবর্ষ উৎসবের চেষ্টা নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিল ; কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম, তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার এ, এইচ, মোফাজ্জল করিম, এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা কতিপয় প্রাক্তন ছাত্রের নিরলস কর্মোদ্যোগে আজ তা সম্ভব হয়েছে।

স্মরণিকা প্রকাশে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তঁদের মধ্যে অধ্যাপক এন, কে, মুহাম্মদ হাবীবুন নবী, অধ্যাপিকা আখতার বানু, অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, অধ্যাপিকা শেহনাজ ইয়াসমিন, অধ্যাপক ইলিয়াস আলি, জনাব শরিফুল ইসলাম, জনাব রেজাউল করিম বাচ্চু ও অন্যান্যদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে নিরলস এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ও অধ্যাপক এস, এম, আব্দুল লতিফের নাম না করলেই নয়। সম্পাদনা পরিষদে তাঁদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশী।

এই স্মরণিকার জন্যে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খান। এবং মুদ্রণ ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন পি,আই,বি প্রেসের কর্মচারীবৃন্দ। তাদের সকলকে প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এতদসত্ত্বেও স্মরণিকা ভুল এুটির উর্ধে থাকবে এমন কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না। যাদের জন্য এই প্রয়াস তারা যদি ভবিষ্যতে আরও উন্নততর স্মৃতি গাঁথা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বি, এম, রেজাউল্ হক
আহবায়ক
স্মরণিকা উপ-কমিটি।

সূচীপত্র :

১। অধ্যক্ষের প্রতিবেদন
২। কিছু স্মৃতি কিছু কথা — ডঃ মুখলেসুর রহমান
৩। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রাজশাহী কলেজ — এস, এম, আব্দুল লতিফ
৪। অর্ধ শতাব্দী ফ্ল্যাশ ব্যাকে — আব্দুল মালেক খান
৫। রাজশাহী কলেজে ভাষা আন্দোলন ও সমসাময়িক কিছু ঘটনা — মোঃ একরামুল হক
৬। রাজশাহী কলেজ : কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য — ফজলুল হক
৭। স্মৃতিচারণ — হুরজাহান
৮। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রাজশাহী এবং রাজশাহী কলেজ — ফরিদা সুলতানা
৯। রাজশাহীর কলেজ ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা — মোঃ গোলাম কিবরিয়া
১০। স্মৃতিকথা — হাশমত আরা
১১। শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - রাজশাহী কলেজ — মোঃ মজিবুর রহমান
১২। রাজশাহী কলেজের দিনগুলি — আজাহার হোসেন
১৩। রাজশাহী কলেজ বার্ষিকীর ধারা ও একটি নিরীক্ষা — মোঃ হারুন-অর-রশীদ।
১৪। প্রসঙ্গ : সাক্ষাৎকার
১৫। ফটোফিচার

লেখক পরিচিতি ঃ

প্রফেসর ডঃ মোঃ আবু কাসেম— প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যক্ষ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি

প্রফেসর ডঃ মুখলেসুর রহমান— প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি/প্রাক্তনপরিচালক, বরেন্দ্র রিসার্চ মুজিঅম।

জনাব এস, এম আব্দুল লতিফ— প্রাক্তন ছাত্র, রাজশাহি কলেজ এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহি সিটি কলেজ।

জনাব আব্দুল মালেক খান— প্রাক্তন ছাত্র, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি উপ-পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ।

জনাব মোঃ একরামুল— প্রাক্তন ছাত্র, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

জনাব মোঃ মজিবুর রহমান— প্রাক্তন ছাত্র ও বিভাগীয় প্রধান (অবসর প্রাপ্ত), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

জনাব ফজলুল হক— অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহি

মিসেস হুরজাহান— প্রাক্তন ছাত্রী, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি ও প্রধান শিক্ষিকা (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলো বাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,ঢাকা।

জনাব গোলাম কিবরিয়া— প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহি কলেজ।

মিসেস ফরিদা সুলতানা— প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

জনাব আজাহার হোসেন— প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

মিসেস হাশমত আরা— প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্তমানে প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ— প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি

জনাব মুহম্মদ আশরাফুল ইসলাম— প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি কলেজ, রাজশাহি।

অধ্যক্ষ ও সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন

খেলার সূত্রে রাজশাহী কলেজের সাথে আমার প্রথম পরিচয়।১৯৫০ সালের কথা। তখন আমি পাকশী স্কুলের (চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ) ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। পাবনা জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের স্কুলের ফুটবল দল বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় রাজশাহীতে খেলতে আসে। আমি ঐ দলের অন্যতম খেলোয়াড়। বিভাগীয় খেলা সেবার অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজ মাঠে। খেলার মাঠ সংলগ্ন স্কুলের হোষ্টেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাজশাহী কলেজ চত্বর। নরম ঘাসের গালিচা ঢাকা সবুজ চত্বর আর বড় বড় অট্টালিকা সেদিন আমায় সম্মোহিত করেছিল। সেদিন দূরে থেকে এ কলেজের বাহিরের রূপটা দেখেছিলাম মাত্র। ভেতরটা ছিল আমার কাছে রহস্যঘেরা। বিভাগীয় ফাইনাল খেলায় আমাদের দল পরাজয় বরণ করলেও রাজশাহী কলেজ সম্পর্কে মনের গহনে জেগে উঠা অদম্য কৌতূহল আর সে কলেজে পড়বার সুপ্ত বাসনা নিয়ে সেবার ঘরে ফিরে যাই।

১৯৫১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সে বাসনা আমার পিতার কাছে ব্যক্ত করি। রাজশাহী কলেজে আমার পড়বার ইচ্ছার কথা শুনে তিনি খুশী হন এবং সকল রকমের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি আমাকে রাজশাহী কলেজে ভর্তি করেন। সে থেকেই এই কলেজের সাথে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত।

রাজশাহী কলেজ থেকে আমি ১৯৫৩ সালে আই, এস, সি, এবং ১৯৫৫ সালে বি, এস, সি (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমার ছাত্রাবস্থায় রাজশাহী কলেজের শিক্ষক মন্ডলী সম্পর্কে একটি ধারণা দেবার জন্য ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩ -'৫৪ শিক্ষাবর্ষের স্টাফ লিস্টের ফটোকপি সংযুক্ত হ'ল -এরপর ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এস,সি পাশ করে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজশাহী কলেজের রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। আর সেই সংগেই এ কলেজের সাথে আমার নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়।

পরবর্তীতে চট্টগ্রাম কলেজ (১৯৬২ - '৬৪), ইংল্যান্ড (১৯৬৪ - '৬৭) ও কারমাইকেল কলেজ (১৯৬৭ - ৭২) ঘুরে ১৯৭২ সালে পুনরায় রাজশাহী কলেজে ফিরে আসি রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসবে। অতঃপর ১৯৮০ সালে থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে চাঁপাই নবাবগঞ্জ কলেজ, রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ ও দিনাজপুর কলেজ ঘুরে ১৯৮৪ সালের ২৮ শে জুলাই আমি রাজশাহী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এ দিনটি আমার জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। দিনটি আমার কাছে যেমন পবিত্র তেমনি আনন্দজনক। কারণ একই ব্যক্তির পক্ষে একাধারে রাজশাহী কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, বিভাগীয়প্রধান ও অধ্যক্ষ হওয়া আমার জন্য পরমসৌভাগ্যের কথা বলে আমি মনে করি। রাজশাহী কলেজের রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রশাসনিক ভবনের অফিস কক্ষে অধ্যক্ষের আসনে যে দিন বসলাম সেদিনটি ঘটনা ক্রমে ছিল এই ভবনের শতবর্ষ পূর্তির দিন। সেদিন কেবলই মনে হচ্ছিল একে আলোর মালায় সাজিয়ে সম্মান করি এবং এর সগৌরব শতবর্ষ অতিক্রমণের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেই। কিন্তু বাস্তবে তখন তা সম্ভব না হলেও মনের মধ্যে সে বাসনাকে লালন করতে থাকি। অবশেষে একদিন সুযোগ এলো। অবশ্য তা ভিন্নভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে, 'রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব' পালনের প্রস্তাব ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

১৯৭৩ সালে রাজশাহী কলেজের বয়স 'শতবর্ষ' পূর্ণ হয়েছে। শতবর্ষ উদযাপনের প্রচেষ্টাও তখন কিছু নেয়া হয়েছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে দিন তা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৬ সালে বিজয় দিবসের প্রীতি ক্রিকেট খেলা রাজশাহী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে সন্ধ্যায় প্রীতিভোজে নতুন করে রাজশাহী কলেজের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তাব উঠে। প্রস্তাবটিকে উপস্থিত সকলেই অভিনন্দিত করেন। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব এ, এইচ, মোফাজ্জল করিম এতে অত্যন্ত উৎসাহ দেখান। পরবর্তী মাসে (১৯৮৭ সালের জানুয়ারী) ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে সাংগঠনিক কমিটি ও গঠন করা হয়। তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকতে সম্মত হন এবং জেলা প্রশাসক জনাব সৈয়দুর রহমান তার পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ ভাবেই ১৪ বছর পরে হলেও রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনের বাস্তব ভিত্তিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

শতবর্ষ উৎসব উদযাপনের তারিখ প্রথমে ৬ই, ৭ই, ও ৮ই, নভেম্বর, ১৯৮৭ ধার্য করা হয়। পরে নানা কারণে তা পরিবর্তন করে ২৩শে, ২৪শে, এবং ২৫শে ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে এ ব্যাপারে তৎপরতা চালানোর জন্য স্থানীয় আহবায়ক মনোনীত করে তাদের উপর সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হোসেন, চিটাগাং পোর্ট ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব শাহাদাৎ হোসেন এবং বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খুলনার যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান খানকে স্ব স্ব স্থানের স্থানীয় আহবায়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা সকলেই রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

খুলনা ও চট্টগ্রামের স্থানীয় আহবায়কগণ তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে সেখানকার প্রাক্তন ছাত্রদের রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ অর্থ সংগ্রহ করে পাঠান। ঢাকার তৎপরতা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক। সেখানে প্রফেসর আবুল হোসেন যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

এখানে উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় যে, প্রফেসর আবুল হোসেন রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ছাত্রই শুধু ছিলেন না তিনি ১৯৫২ সনে এ কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপিও ছিলেন। আমার সতীর্থ আব্দুল মালেক খানও (সম্পাদক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এ বিষয়ে ঢাকায় প্রথম মিটিং হয়। রেডিও, টিভি ও খবরের কাগজের মাধ্যমে এ মিটিং-এর খবর প্রচার করা হয়। ঢাকা কলেজে অনুষ্ঠিত উক্ত মিটিং-এ ঢাকায় অবস্থানরত রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণের ব্যাপকহারে উপস্থিতি সেদিন আমাদেরকে অনেক আশান্বিত করেছিল। তাঁদের অনেকের আবেগাপ্লুত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে রাজশাহী কলেজের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কথা জেনে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলাম।

এরপর আরও ব্যাপক প্রচারের জন্য এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যাঁরা রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হোটেল পূর্বাণীতে আর একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনাব জাফর ইমাম (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ক্রীড়া উপ-পরিচালক) এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সমাবেশে উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক হলেও মূল উদ্দেশ্য তেমন সফল হয় নি। তবে একটা কাজ তাতে হয়েছিল। পরবর্তী দিন আমরা কয়েকজন ঢাকা কলেজে মিলিত হয়ে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে ছোট ছোট কয়েকটি কমিটি করে দেই। সে-সব কমিটির সদস্যবর্গকে প্রতি শুক্রবারে ঢাকা কলেজে মিলিত হয়ে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। যতদুর জানি, প্রথম প্রথম কিছু উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও এসব কমিটির কার্যক্রম তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। পক্ষান্তরে অনেকেই রাজশাহীর তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং ঢাকার উপর নির্ভর না করারই উপদেশ দেন।

রাজশাহীতেও প্রথম দিকে উৎসাহ উদ্দীপনার কিছুটা ভাটা পড়লেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ চলতে থাকে। কিন্তু দেশের

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শতবর্ষ উৎসব উদযাপনের পরবর্তী তারিখও (ডিসেম্বর, ১৯৮৭) বহাল রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন কি এক সময় এমনই অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আদৌ এ উৎসব উদযাপিত হবে কিনা – এমন প্রশ্নও জাগে। এহেন অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে রাজশাহী কলেজে সাংগঠনিক কমিটির এক সভা ডেকে ২৯ ও ৩০ শে অক্টোবর ১৯৮৮ ও পরে আবারো পরিবর্তন করে ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৮৮ শতবর্ষ উৎসব পালনের তারিখ ধার্য করা হয় এবং সেই সাথে কাজের সুবিধার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। উল্লিখিত কমিটির তৎপরতা এবং কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান সহকর্মীর নিরলস পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। যার ফলে ৭ই ও ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৯ (২৪ শে ও ২৫ শে পৌষ ১৩৯৫) শতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

১৮৭৩ সনে বোয়ালিয়া স্কুলে এফ, এ, ক্লাসের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ১৮৭৮ সনে রাজশাহী কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে যে কলেজটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বরেন্দ্র ভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে তা কালক্রমে শতাব্দী কালের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও নতুন নতুন সংযোজনের ফলশ্রুতিতে আজকের এই বিশাল রাজশাহী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐতিহ্যমন্ডিত রাজশাহী কলেজের শত বর্ষাধিককালের এই গৌরবময় ইতিহাস আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আগামী ৭ই ও ৮ ই জানুয়ারী ৮৯ অনুষ্ঠিতব্য কলেজের শতবর্ষ উৎসব উদযাপনের শুভলগ্নে এ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ হিসাবে শুধু এর বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও আবাসিক সমস্যা ঃ ১৮৭৩ সনের এপ্রিল মাসে ৬জন ছাত্র নিয়ে শুরু করে ঐ বছরের ডিসেম্বরে এর ছাত্রসংখ্যা ২৭ জনে দাঁড়ায়। ১৮৭৬ পর্যন্ত এ সংখ্যা ৩০-এর বেশী হয়নি। এবং ১৯০৯ সনে কলেজের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২০২ জন। এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির আলোকে উচ্চ শিক্ষা দ্রুত প্রসারের ফলে ১৯১০ সনে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০ জনে এবং এই সংখ্যা ১৯২০ সনে ৮০০ ও ১৯২৪সনে সর্বোচ্চে উঠে ৯৭৭ জন হয়। পরবর্তীতে ভর্তি সীমিত করায় ছাত্রসংখ্যা কমে যায়।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে হোষ্টেল নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ১৯২৩ সনের মধ্যে কলেজের পশ্চিম প্রান্তে এ,বি,সি,ডি,ই, এফ নামে ৬টি দ্বিতল হোষ্টেল ব্লক সম্বলিত নতুন হিন্দু হোষ্টেল নির্মাণ করা হয়। একটি খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে এই ব্লকগুলি ও তত্ত্বাবধায়কগণের বাসভবন এমনভাবে সাজান হয় যা হোস্টেলকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে রূপ দেয়। এখন হোস্টেলের প্রতি ব্লকে ৫০ জন ছাত্রের থাকবার ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য, এর আগে ১২ সিটের একটি হিন্দু হোষ্টেল ও ৫০ সিটের একটি কসমোপোলিটন ক্রিশ্চিয়ান মিশন হোষ্টেল বেসরকারী ভাবে চালানো হতো। ফুলার মহামেডান হোস্টেল ৭৫ জন ছাত্রের জন্য ১৯০৯ সালে নির্মিত হয় মাদ্রাসা ও কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের থাকবার জন্য। নতুন হিন্দু হোস্টেলের ৫টি ব্লক হিন্দু ছাত্রদের ও একটি মুসলিম ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হলে ফুলার হোস্টেলে তাদের জায়গা দিয়ে সংখ্যা হ্রাসের কারণে স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নতুন হিন্দু হোস্টেলের মুসলিম ব্লকে স্থান দেয়া হয়। সে সময় হোস্টেল সিটের তুলনায় মাঝেমধ্যে ছাত্র সংখ্যা কম হয়ে যেত। যেমন ১৯৩৪ সালে অর্থনৈতিক কারণে নতুন হোস্টেলের ছাত্র সংখ্যা কমে গিয়ে একশতে নেমে আসে অথচ ৬টি ব্লকে মোট সিটের সংখ্যা ৩০০। (দ্রষ্টব্য ঃ রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ ।। এমন অবস্থা আগের দিনে প্রায়ই লক্ষ্য করা যেত। এরপর ক্রমে ক্রমে প্রতি বছর কলেজের ছাত্র সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে ৪০০০- এর কাছে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫০ থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির একটি খতিয়ান সংযুক্ত ছকে দেখা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেলেও হোস্টেলের সংখ্যা এ কলেজে সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। ষাটের দশকে ছেলেদের জন্য নিউ ব্লক নামে ক্যাম্পাসে একটি ৭০ সিটের দ্বিতল মুসলিম হোস্টেল ও ৫৬ সিটের দ্বিতল মহিলা হোস্টেল নির্মিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর হিন্দু ছাত্র কমে যাওয়ায় তাদেরকে ৪০ সিটের মহারাণী হেমন্ত কুমারী হিন্দু হোস্টেলে স্থান করে দিয়ে নতুন হোস্টেলের সমস্ত ব্লক ও নিউ ব্লকে মুসলিম ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে ভাগাভাগি করে আরও ২০ / ২৫ জন ছাত্র বি, কে ছাত্রাবাসে (বি কে ইনস্টিটিউটটি এখন ছাত্রাবাসে রূপান্তরিত) স্থান পেয়েছে। সব হোস্টেল মিলে সেগুলোতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সিট সংখ্যা প্রায় পাঁচশত।

এখানে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ১৯৩৩ সনেই প্রথম রাজশাহী কলেজে কো-এডুকেশন চালু করেন স্বনামধন্য অধ্যক্ষ ডঃ পি, ডি শাস্ত্রী (প্রভু দত্ত শাস্ত্রী)। এর আগে ছাত্রীদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সফল হয়না। কো-এডুকেশন চালু করায় অধ্যক্ষ শাস্ত্রীকে রাজশাহীর জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এতে এ অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার লাভের বাঞ্ছিত সুযোগ আসে। এর আগে কলেজে পড়বার জন্য মেয়েদেরকে কলকাতায় পাঠাতে হত। সে সময় রাজশাহী কলেজে মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত সীমিত ছিল। অথচ আজ রাজশাহী কলেজে মেয়েদের ভর্তির জন্য চাপ অস্বাভাবিক বেশী এবং চার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় এক হাজারই মহিলা (১৯৮৭-৮৮ বছরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এদের সকলেই ছেলেদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কলেজে ভর্তি হয়। এ ছাড়া, রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের আশায় মেয়েরা এ কলেজে আসতে একান্ত আগ্রহী। তাই এদের ভর্তি না করার অর্থই হচ্ছে নারী শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যা উন্নয়নকামী জাতি হিসাবে আমাদের কাম্য হতে পারে না।

যাহোক ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আবার হোস্টেলে সিট প্রার্থী। এ কারণে ৫৬ সিট বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেলে অনেক দিন ধরেই ১৫০ থেকে ২০০ জন ছাত্রীকে আশ্রয় দিতে হয়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বর্তমানে এই হোস্টেলটি চারতলা করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এবং তিন তলার কাজ এর মধ্যে অনেকখানি শেষ হয়েছে। এর জন্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমানের সাহায্যের কথা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এ ছাড়া এ বছরে ছাত্রীনিবাসের সন্নিকটবর্তী কলেজের পুরাতন কমনরুম দালান যা দু'জন শিক্ষকের পরিবার পরিজনসহ বসবাস করার কাজে এতদিন ব্যবহৃত হত সেটিও ছাত্রীদের হোস্টেলে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মহিলা হোস্টেলের চারতলা সমাপ্ত হলে ছাত্রীদের খাওয়া-থাকা সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। তবে পার্শ্ববর্তী বি, কে হোস্টেলটি পুরোপুরি রাজশাহী কলেজের দখলে আসলে (যার সম্ভাবনা উজ্জ্বল) ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সেটাকে ভেংগে দিয়ে সেখানে দ্বিতীয় মহিলা হোস্টেল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তাদের চরম আবাসিক সংকটের প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করা যায়। হোস্টেলে সিট না পেয়ে বহু ভাল ভাল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র ভর্তির পরে টি সি, নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আর যারা থেকে যায় তাদের সকলকেই সিট পাবার পূর্বে এক বছর বাহিরে থাকতে হয়। ডিগ্রী শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র নানা ধরণের মেসে কষ্ট করে থাকে। তারা সবাই কমপক্ষে দুই / এক বছর ঐ ভাবে কাটানোর পর হোস্টেলে সিট পায় অথবা বাহিরে থেকেই পরীক্ষা দিয়ে চলে যায়। এ অবস্থার নিরসনকল্পে ফুলার হোস্টেলকে পুনরায় হোস্টেলে রূপান্তর করা এবং সেখানকার বিভাগীয় কক্ষ ও ক্লাশ রুমগুলি নতুন কোন ভবনে স্থানান্তর করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমানে সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অধিক হওয়ায় ফুলার হোস্টেলের ছোট ছোট কক্ষে এইসব ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। এ প্রসংগে বর্তমান কলা ভবনের দ্বিতল নির্মাণ সম্পূর্ণ করা ও পরিত্যক্ত পুরাতন রসায়ন ভবনের উচ্ছেদ

করে নতুন রসায়ন ভবন ও পদার্থ ভবনের মাঝে উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি ৪ (চার) তলা নতুন সায়েন্স ব্লক নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই সায়েন্স ব্লক নির্মাণের বিষয়টি কলেজের জন্য ১৯৮৫ সনে প্রণীত প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মহাপরিকল্পনায় নতুন হোস্টেলের "এ" ব্লকের স্থানে একটি বৃহদাকারের ব্লক নির্মাণের পরিকল্পনারও উল্লেখ আছে। এবং তাতে বর্তমানে হেমন্তকুমারী হিন্দু হোস্টেলকে বাণিজ্য বিভাগে রূপান্তরিত করে নতুন হোস্টেলের নিউ ব্লকে কসমোপোলিটন হোস্টেল হিসেবে ব্যবহারের কথাও বলা আছে। কলেজে ক্লাশরুমের অভাব দূর করতেও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানকল্পে সত্বর উপরিউক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সাথে ১৯২২-২৩ সালে নির্মিত ৬টি হোস্টেল ব্লকের আমূল সংস্কারও জরুরী ভিত্তিতে হাতে নিতে হবে যাতে ছাত্ররা পুরাতন ও ফাঁটল ধরা ঘরবাড়ি ধ্বসে কিংবা জরাজীর্ণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা উদ্ভূত কোন দুর্ঘটনার শিকার না হয়।

এখানে রাজশাহী কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের কথা না বলে পারছি না। তিন হাজার ছাত্রের নামাজ পড়ার জন্য কোন মসজিদ এ কলেজে নেই। ছেলেদের হোস্টেলে পুরোনো একটি ক্যানটিনকে মসজিদে রূপান্তরিত করে বর্তমানে ছাত্ররা কোন মতে নামাজ আদায় করছে। তাই মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে প্রায়শঃই কর্তৃপক্ষকে ভয়ানক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় মসজিদটি নির্মিত হলে একই সাথে কলেজ ও হোস্টেলের ছাত্রদের নামাজ পড়ার অসুবিধা দূর হবে। কাজেই এদিকে দৃষ্টি দেয়াও একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, নতুন (হোস্টেলের) ছাত্রাবাসটির চারধারে প্রাচীর বেষ্টিত পুরোনো কালের সেই সীমানা প্রাচীর এখনও বর্তমান। উত্তর ও পূর্বের দুটি বড় গেটও ঠিকই আছে। নেই শুধু আগের নিরাপত্তা ও নিরিবিলি লেখাপড়ার পরিবেশ। পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রাচীর টপকে অহরহ পার্শ্ববর্তী পাড়ার শিশু, কিশোর ও যুবকের দল খেলাধুলা, হৈ-চৈ, জবরদস্তি ও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারে ছাত্রদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে। তত্ত্বাবধায়কগণকে সঙ্গত কারণেই অনেক সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এই দুদিকের সীমানা প্রাচীর উঁচু না করলে এ অবস্থার অবসান হবে না। এবং কলেজের শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে। এ ছাড়া পশ্চিম ধারের সীমানা প্রাচীরের সাথে গজিয়ে ওঠা অবাঞ্ছিত দোকানপাট এবং সেগুলো থেকে উদ্ভূত নানা ধরনের উৎপাত ছাত্রাবাসের পরিবেশকে দূষিত করে। রাজশাহী পৌর করপোরেশন ও স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিকবার এই দোকানগুলো উচ্ছেদ করার জন্য অনুরোধ করেও এ যাবৎ কোন ফল হয়নি। রাজশাহী কলেজের এই ঐতিহ্যবাহী হোস্টেল ক্যাম্পাসকে এই ধরনের অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্বদিকের সীমানা প্রাচীরেরও ঐ একই, দশা। প্রাচীরের প্রায় সবটা জুড়েই দোকান ঘর বানিয়ে সংলগ্ন রাস্তার উপর সাহেব বাজারের কাঁচা বাজার জমে ওঠে। প্রাচীরের গা থেকে ইট খুলে মাঝে মাঝে অনুপ্রবেশের পথ করা হয়। মেরামত করে এ পথ বন্ধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শুনা যায় এই অনুপ্রবেশ পথ রাত্রিবেলায় চোরাকারবারী ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাহেব বাজারের কাঁচা বাজারের জন্য নতুন স্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে এবং সীমানা প্রাচীর উন্নত করলে চারধারের ঐ ধরনের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের হাত থেকে রাজশাহী কলেজকে রক্ষা করা যেত। বিষয়টি পৌর করপোরেশন ও স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি গোচর করা হয়েছে। এবং আবারো এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যাঃ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই কলেজের কলেবর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন দিকেই এর বিস্তার থেমে থাকেনি। শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে আনুপাতিক হারে।

ক. শিক্ষক সংখ্যা ঃ প্রথম দিকের এ সংখ্যার সঠিক কোন লিখিত দলিল আমার চোখে পড়েনি। তবে অধ্যক্ষ জেকিন্স (১৯৩৩) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে স্টাফ লিস্ট পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজনের ফলেও মোট শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও দেখা যায় যে, বিষয় ভিত্তিক (সংস্কৃত ছাড়া) সংখ্যাও মোট সংখ্যার দিক থেকে বর্তমানেই শিক্ষকের সংখ্যা সর্বোচ্চ (মোট ১৪৭ জন)। বর্তমানে কোন বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৮৪ সনের এনাম কমিশনের (মার্শাল ল কমিটি অন অর্গানাইজেশনাল সেট—আপ) নিয়মানুসারে নিরূপণ করা হয়। এতে ডিগ্রী সম্মান, ডিগ্রী পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক বিষয়গুলিতে যথাক্রমে ৭, ৪ ও ২ জন করে শিক্ষকের পদ নির্ধারণ করা হয়েছে। কলেজের সম্মান বিষয়গুলির জন্য এনাম কমিশনের নির্ধারিত শিক্ষক সংখ্যাও এখন অপ্রতুল বলে মনে করা হচ্ছে এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা চলছে। এনাম কমিশন অনুযায়ী রাজশাহী কলেজে প্রদর্শক শিক্ষকের সংখ্যা ১৮ জনের স্থলে ৮জন করা হয়েছে। এতে ব্যবহারিক ক্লাসের দারুণ ক্ষতি হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রদর্শক শিক্ষকের স্থলে বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও এ সমস্যার সমাধান হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শক শিক্ষকের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শুধু সংখ্যা বৃদ্ধিতেই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকেও অধিকতর সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হতে হবে। ১৯৩২-৩৩ সনে জে জেকিন্স এ কলেজে টিউটোরিয়াল ক্লাশের প্রচলন করেন যার ফলে পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ শিক্ষকগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দূর হয়ে যেতো, ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হতো এবং সর্বোপরি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতো। অনেক কাল হলো কলেজে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের মাঝের সেতুবন্ধন স্বরূপ এই টিউটোরিয়াল ক্লাশগুলি ঠিক মত হচ্ছে না। পরিবর্তে গৃহ শিক্ষকতার অভিশাপে শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হয়েছে। আমরা চাই টিউটোরিয়াল ক্লাসের পুনঃ প্রবর্তন হোক এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে গৃহশিক্ষকতার অভিশাপ চিরকালের জন্য দূর হয়ে যাক।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ঃ

১৯৬৭ সনে অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল হাই ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করেন (ফটো কপি সংযুক্ত)। এর আগে এ ধরনের তালিকা আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি। এই তালিকায় ১৩ জন ৩য় ও ৭২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারি পদের উল্লেখ আছে। ৩য় শ্রেণীর সংখ্যার সামান্য পরিবর্তন হলেও স্বাধিনতা পরবর্তী সময়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা বিষয় ও বিভাগ এর সম্প্রসারণের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে ৯১তে দাঁড়ায়। অবসর ও বদলিজনিত কারণে এই সংখ্যা বর্তমানে ৬৩ তে এসে পৌঁছেছে। এইসব অবসর ও বদলিজনিত শূন্য পদে নতুন লোক পাওয়া যায় না, কারণ এনাম কমিশন অনুযায়ী রাজশাহী কলেজের জন্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৩৩ জন। এ অবস্থায় কলেজের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা বিধান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলা অনুষদের ৩/৪ টি করে বিভাগের জন্য মাত্র একজন পিয়ন দিতে হচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগের অবস্থাও করুণ। যেমন রসায়ন বিভাগে ১০ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর স্থলে বর্তমানে মাত্র ৫ জন দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগেও একই অবস্থা। দারওয়ান, নৈশ প্রহরী ও দিবা প্রহরীর অভাবে এবং বর্তমান সামাজিক অস্থিরতার কারণে কলেজ ও হোস্টেল চত্বরের সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কাজেই এ কলেজে সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে অচিরেই ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে অন্ততঃপক্ষে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। নতুবা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ বিরাট ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলার অবধি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দের আবাসিক সমস্যার কথা সঙ্গত কারণেই এসে যায়। এদের অনেকেরই নানাভাবে নানা জায়গায় কষ্ট করে বাস করতে হয়। অথচ প্রশাসনিক কারণে অধিক সময় ধরে তাদের অনেকেরই কলেজে থাকবার প্রয়োজন হয়। তাই বর্তমান সুইপার কলোনির স্থানে তাদের জন্য যে ফ্ল্যাট নির্মাণ করার প্রস্তাব আছে (মহাপরিকল্পনায়) তা সত্বর বাস্তবায়ন করার জন্য আমি

অনুরোধ রাখছি। এর ফলে এদেরকে মানবেতর জীবন যাপনের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজশাহী কলেজের হোস্টেলগুলিতে কারণিক, দারোয়ান, দিবা ও নৈশ প্রহরী এবং বাবুর্চি ও টেবিল বয়ের কোন পদ নেই। অথচ নতুন জাতীয়কৃত কলেজসহ অনেক কলেজেই এই পদগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে রাজশাহী কলেজের ছেলেদের হোস্টেল খরচ অন্যান্য কলেজের খরচের তুলনায় অনেক বেশী। এই অবস্থা অনভিপ্রেত এবং এর আশু অবসান করে এ কলেজের হোস্টেলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

৬. পাঠ্য বিষয়সমূহ : শতাব্দীকাল ধরে যুগের চাহিদা অনুসারে রাজশাহী কলেজের পাঠ্য তালিকার পরিবর্ধন, পরিবর্তন এবং সংযোজন ঘটেছে। গোড়ার দিকের একটি পাঠ্য তালিকা নমুনা স্বরূপ দেখা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার, ১৯২৭-এর অংশ বিশেষের ফটোকপি সংযুক্ত করা হলো ।। এরপর ১৯৩০ সালে বোটানী (উদ্ভিদবিদ্যা), ১৯৫২ সালে কমার্স, ১৯৭০ সালে মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান, ১৯৭২ সালে সমাজ বিজ্ঞান, এবং ১৯৭৪ সালে সমাজকর্ম বিষয়ের পাঠদান শুরু। বর্তমানে এ কলেজে যে যে বিষয়ে পাঠদান করা হয় তা নীচে দেয়া হলো :

উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রী সম্মান পর্যন্ত : ১। বাংলা, ২। ইংরেজী, ৩। অর্থনীতি, ৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৫। যুক্তিবিদ্যা, ৬। ইতিহাস, ৭। ইসলামের ইতিহাস, ৮। আরবী, ৯। পদার্থবিদ্যা, ১০। রসায়নবিদ্যা, ১১। গণিত শাস্ত্র, ১২। উদ্ভিদবিদ্যা, ১৩। প্রাণীবিদ্যা, ১৪। মনোবিজ্ঞান ১৫। ভূগোল, ১৬। পরিসংখ্যান, ১৭। হিসাববিজ্ঞান, ১৮। ব্যবস্থাপনা।

উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রী পাস পর্যন্ত : ১। সমাজ বিজ্ঞান, ২। সমাজ কর্ম,

শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত :- ১। সংস্কৃত, ২। উর্দু, ৩। উচ্চতর বাংলা, ৪। উচ্চতর ইংরেজী।

এ কলেজে সম্মান পর্যায় পর্যন্ত পাঠদান কবে থেকে শুরু হয় তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। কারও কারও মতে ১৮৭৮ সনে প্রথম গ্রেডের কলেজে উত্তরণের পর থেকেই ডিগ্রী পাস ও অনার্স পড়ানো শুরু হয়। অনেকের মতে ১৮৯০ এর পরে তা আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেও ভ্রমের অবকাশ থেকে যায়। যাহোক এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা হয়েছে। তবে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে এ কলেজে যে সম্মান পড়ানো হয়নি সে বিষয়টি সকলের জানা। ১৯৫২ সন থেকে পুনরায় সম্মান শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অধীনে ৩ বৎসরের কোর্সে। ১৯৫৩ তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই পাঠ্যক্রম দু'বছরের কোর্সে পরিবর্তিত করা হয় এবং আমরা ঐ কোর্সের অধীনে রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম সম্মান ডিগ্রী পাই। দু'বছরের সম্মান কোর্স পরিবর্তন করে ১৯৬০ সনে তিন বছর মেয়াদী কোর্সে পরিণত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্মান কোর্স ছিলনা, সম্ভবত ১৯৬২ সনেই তা প্রথম শুরু হয়। ১৯৭২ সন রাজশাহী কলেজে ব্যাপকভাবে সম্মান কোর্স চালু করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছর মোট ৫টি বিষয়ে (মনোবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ও ভূগোল) সম্মান খোলার জন্য ছাত্ররা অনশন ধর্মঘট পালন করে এবং তদানীন্তন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ, এইচ, এম, কামারুজ্জামান (রাজশাহী) ছাত্রদের এই দাবী মেনে নিয়ে অনশন ভঙ্গ করতে এগিয়ে এলে রাজশাহী কলেজের সম্মান পর্যায়ের পাঠ্য তালিকায় উপরিউক্ত বিষয়গুলি স্থান পায়। এরপর এ কলেজে ১৯৮৬ সনে পরিসংখ্যান বিষয়ে সম্মান কোর্স খোলা হয়েছে। বর্তমানে খনি ও ভূ-বিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা চলছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বর্তমানে দেশের অনেকগুলো কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এই কলেজগুলো ব্যাপক হারে সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। অথচ অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কলেজ এই রাজশাহী কলেজকে এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা বুঝি ঠিক হবে না। তাই অবিলম্বে রাজশাহী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণা দিয়ে এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে এর পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ছাত্র-ছাত্রী কমনরুম ও লাইব্রেরী : * ৭৯ পৃঃ দ্রঃ

প্রায় তিন হাজার ছাত্র ও এক হাজার ছাত্রীর চাহিদা পূরণের উপযোগী কমনরুম এ কলেজে বর্তমানে অনুপস্থিত। ছাত্রদের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নীচ তলায় কিছু খেলা-ধুলার যেমন ক্যারম, টেবিল টেনিস, দাবা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই কমনরুম অতি সামান্য ছাত্রের প্রয়োজন মেটাতে পারে মাত্র। বৃহত্তর ছাত্রগোষ্ঠী ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে কলেজ ক্যাম্পাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাফেরা করে বা অশোভনভাবে এখানে সেখানে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায় আর শিক্ষকগণের কাছে বকুনি খায়। এ অবস্থা রাজশাহী কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ১৯৮৫ সনের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনার নকশায় ষ্টুডেন্টস সেন্টারের যে প্রভিশন রয়েছে, তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ছাত্রীদের জন্য কোন নির্দিষ্ট কমনরুম এ কলেজে কোন দিনই ছিল না, বর্তমানেও নেই। পূর্বে যে অল্প সংখ্যক ছাত্রী এ কলেজে পড়াশুনা করেছে তাদের জন্য এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কক্ষ ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাদের জন্য বর্তমান ঘন্টা ঘরের সংলগ্ন কয়েকটি ছোট ছোট ঘর নির্দিষ্ট ছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় পশ্চিম পার্শ্বের দুটি কক্ষ তাদের কমনরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে যেভাবে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের বর্তমান সংখ্যার কথা বিবেচনায় আনলে এই কক্ষ দুটিতে তাদের স্থান সংকুলানের কথা ভাবাই যায় না। বর্তমান বোটানি বিল্ডিং—এর দক্ষিণে প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় ছাত্রী-শিক্ষক কমনরুম নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া একান্ত আবশ্যক। এটি নির্মিত হলে ছাত্রীরা কলেজে ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে অবসর কাটানোর একটি উপযুক্ত স্থান পাবে, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে এবং শিক্ষকগণ রাত্রে ঐ একই বিল্ডিংকে তাঁদের ক্লাব হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ কলেজে শিক্ষক ক্লাব অতি প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও এই ক্লাবের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। এর আগেও প্রশাসনিক ভবনে, মেয়েদের কমনরুমে বহুদিন শিক্ষকরা রাতে ক্লাব করেছেন। বর্তমানে শিক্ষক মিলনায়তনকে ক্লাব হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় পুরোপুরি চিত্ত বিনোদন আশা করা যায় না। কাজেই প্রস্তাবিত কমনরুমটি নির্মিত হলে ছাত্রী ও শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ই সবিশেষ উপকৃত হবে।

রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরী অত্যন্ত প্রাচীন। প্রথম দিকে তৎকালীন কমনরুম দালানের চার কোণের ৪টি ঘরে ও পরবর্তীতে প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় চলার পর ১৯৫৬ সনে লিচু বাগানে লাইব্রেরী-কাম-মিলনায়তন নির্মিত হলে নতুন ভবনের নীচ তলায় লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। শতাব্দী কালের বহু পুস্তক, নথি ও বহু মূল্যবান দলিলের সংগ্রহ এই লাইব্রেরীতে রয়েছে। এ কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণার কাজে অনেকেই এই লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে আসেন। তবে এখানে নতুনের চেয়ে পুরানো বই-ই বেশী। অথচ, বর্তমান সময়ে বইয়ের দাম যেমন বেড়েছে বই কেনার জন্য সরকারী বরাদ্দ সে অনুপাতে বাড়েনি।

১৯২০ সালে লাইব্রেরীর বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল ১,৭০০ /-টাকা এবং তৎকালিন অধ্যক্ষ ডঃ পি, নিয়োগী, এম, এ পি,এইচ,ডি ঐ বছর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তাঁর Speech Day বক্তৃতায় এই বরাদ্দকে অপ্রতুল বলে উল্লেখ করেন এবং তা ৪,০০০ /-টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাব যে গৃহীত হয় তা পরবর্তীতে ১৯২২-২৩ থেকে ১৯২৬-২৭ এই পাঁচ বছরের কুইন কুয়িনিয়াল রিপোর্ট থেকে জানা যায়। সে সময় কলেজ লাইব্রেরীর জন্য বার্ষিক ৪,০০০ /-টাকা দেয়া হতো। দেখা যায় যে, এই অংক ১৯৩৬-৩৭ সন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগের এই বরাদ্দের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের বরাদ্দের তুলনামূলক রূপ তুলে ধরবার মানসে ১৯৮৩-৮৪ সন থেকে ১৯৮৭-৮৮ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরীর অর্থ বরাদ্দ নীচের ছকে দেয়া হলো।

আর্থিক বৎসর	বরাদ্দকৃত টাকা	ক্রয়কৃত বইয়ের সংখ্যা	মন্তব্য
১৯৮৩-৮৪	৮,০০০/-	১৭৩	
১৯৮৪-৮৫	২৮,০০০/-	৪২০	
১৯৮৫-৮৬	১৬,৫০০/-	২৫৮	
১৯৮৬-৮৭	১৩,৪০০/-	১৯১	
১৯৮৭-৮৮	১,৩৪,০০০/-	১৪৫৯	বিশেষ মঞ্জুরী -১০,৪০০ /- নিয়মিত মঞ্জুরী - ৫,০০০ /- বই ও লাইব্রেরির সরঞ্জামাদির জন্য মঞ্জুরি-২৫,০০০ /-

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে প্রদত্ত এক লক্ষ চার হাজার টাকার বিশেষ মঞ্জুরি বাদে এ কলেজ গত পাঁচ বছরে লাইব্রেরীর জন্য বার্ষিক মাত্র ২৪,০০০ /- হাজার টাকা পেয়েছে যা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের বরাদ্দের মাত্র দ্বিগুণ। অথচ এই সময়ে দ্রব্যমূল্য কতগুণ বেড়েছে তা সকলেই অনুমান করতে পারবেন।

আবার একই খাতে কলেজগুলির তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক অনেক গুণ বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে পুস্তক ও জার্নাল ক্রয় বাবদ প্রকৃত ব্যয় ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১৯৮৭-৮৮ তে বাজেট বরাদ্দ (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পর) ২০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত চাহিদা ৩০ লক্ষ টাকা) এবং ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ঐ একই খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক মূল বরাদ্দ ৪০ লক্ষ টাকা।[৩]

উপরের ছক ও আলোচনা থেকে বর্তমানে রাজশাহী কলেজে লাইব্রেরীর জন্য অর্থ বরাদ্দ যে নিতান্ত অপ্রতুল একথা অস্বীকার করা যায় না। শুধু যে ২২ টি বিষয়ে এ কলেজে পাঠদান করা হয় তাই নয়, এ কলেজে ১৮টি বিষয়ে সম্মান কোর্সও পড়ান হয় যা বাংলাদেশের অন্য কোন কলেজে হয় না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বড় কলেজ হিসাবে সরকারের সুনজর এ কলেজের প্রতি থাকা সত্বেও সরকারী কলেজের সংখ্যাধিক্যের কারণে বরাদ্দ বাড়ানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ সত্বেও সুনাশয় সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন, এ কলেজের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়ে এতে এর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দান করবেন। রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরী শতাব্দিক বছরের পুরাতন হওয়া সত্বেও এর একটি দুর্বল দিক হলো, এখানে বসে পড়াশুনা করবার জন্য ওপেন সেল্ফ ব্যবস্থা কোন দিনই ছিল না। স্লিপের মাধ্যমে বই নিয়ে পড়তে হতো। এতে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হতো অন্যদিকে বই বেছে পড়ার আনন্দ থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত হতো। এই বছর লাইব্রেরীর আভ্যন্তরীণ দেয়াল সরিয়ে অনেকগুলি বইয়ের তাক ছাত্রদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়ে ওপেন সেল্ফ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে লাইব্রেরী ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, লাইব্রেরীতে আরও চেয়ার-টেবিল, বই-পুস্তক ও আরও পড়বার জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যে সব ছাত্র-ছাত্রী ক্লাশের ফাঁকে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাত তারা অনেকেই ঐ সময়ে লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে আসছে। এই ব্যবস্থা কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে অনেকখানি উন্নত করেছে। এবং ভবিষ্যতে পরীক্ষার ফলাফলেও এর শুভ প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্থানাভাব দূর করতে লাইব্রেরীর পূর্ব ও পশ্চিমের বারান্দায় গ্রীলের ব্যবস্থা করে নেয়া অর্থাভাবে আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বর্তমানে লাইব্রেরীতে মোট বই-এর সংখ্যা ৬৬,০৭৯। এখানে একটা কথা অবশ্যই বলতে হচ্ছে যে, রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরীর কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। একজন লাইব্রেরীয়ান, একজন সহকারী লাইব্রেরীয়ান, একজন বুক সর্টার ও একজন পিয়ন—মোট চারজন কর্মচারী নিয়ে এই লাইব্রেরীর—এত ছাত্র-ছাত্রীর চাহিদা সুচারুরূপে মেটাতে এবং এত বই পুস্তকের রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে উঠতে পারছে না। তাই লাইব্রেরীর কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এরপর মাননীয় মহাপরিচালক ডঃ এ, এইচ, এম, করিম এ বছর থেকে লাইব্রেরীর সময় সীমা বাড়িয়ে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করার কথা ভাবছেন বলে আমরা জানি। এ কলেজের জন্য এটা একটা সঠিক পদক্ষেপ বলে আমি নিজেও বিশ্বাস করি। এ প্রথা চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকার হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাথে সাথে কলেজের শিক্ষার মানও নিঃসন্দেহে উন্নত হবে।

লাইব্রেরীর কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ ক্ষেত্রে এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাহায্য সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করা হয়। গত ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে এশিয়া ফাউন্ডেশন বই ও লাইব্রেরী সরঞ্জামাদি বাবদ ১,১১,০০০ /-টাকা (এক লক্ষ এগার হাজার টাকা মাত্র) অনুদান প্রদান করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কাউন্সিল ১,৫৬,০০০ /-টাকা (এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা মাত্র) মূল্যের বই-পুস্তক সরবরাহ করেছে। তাদের এই অনুদানের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করছি।

বিজ্ঞানাগার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ঃ রাজশাহী কলেজের পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী অতি প্রাচীন। প্রতিটি ল্যাবরেটরীই বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও মূল্যবান সাজসরঞ্জামে সমৃদ্ধ ছিল। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ সব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট ভাল করত।

১৯০৩ সনে সরকার একটি দাতব্য হাসপাতাল কিনে নিয়ে ৩৫,৮৪৭ /-টাকা ব্যয়ে এটিকে একটি সুসজ্জিত রসায়ন ল্যাবরেটরীতে রূপান্তরিত করেন।[৫] এই দালান সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে উন্নতমানের ল্যাবরেটরী, লেকচার গ্যালারী (২৭ নং গ্যালারী) সেমিনার, শিক্ষকদের বসবার ঘর, স্টোর ইত্যাদির মত বিভিন্ন চাহিদার যোগান দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে সম্মান পর্যায় পর্যন্ত রসায়ন বিভাগের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশের সকল প্রয়োজন অত্যন্ত সুন্দরভাবে মেটাতে সমর্থ হয়েছে। সম্ভবতঃ ১৮৬০ সনের নির্মিত এ দালান অবশেষে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ায় ১৯৮০ সনে পুরাতন ভবনের পাশেই নতুন রসায়ন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ১৯৮২-৮৩ সনে নতুন দ্বিতল রসায়ন ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। নতুন ভবনে ডিগ্রী সম্মান শ্রেণীর ৩ টি, ডিগ্রী পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য ১টি করে মোট ৫টি ল্যাবরেটরী আছে। তবে গ্যালারীর অভাবে এ বছর একটি বড় ল্যাবরেটরীকে ক্লাশরুমে পরিণত করা হয়েছে যা প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ব্লক নির্মিত হলে পুনরায় ল্যাবরেটরীতে পরিণত করা হবে। ষাটের দশকের পূর্বে এই বিভাগে কোরোসিন থেকে উৎপন্ন রেক্টোটেনের সাহায্যে ল্যাবরেটরী গ্যাস তৈরী করা হতো এবং তা বিরাট আকারের গ্যাস হোল্ডারে ধরে রেখে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হতো।

উক্ত গ্যাস হোল্ডারের ধারণ ক্ষমতা ২০০০ কিউবিক ফুট এবং ১৯২৭-২৮ সনে ২১,৯০০ /-টাকায় নির্মিত হয়। ঐবারে চৌত রসায়নের জন্য ১০,০০০ /-টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়। এরপর ১৯৬৫-৬৬ সনে ল্যাবরেটরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য দুটি অ্যারোজেন গ্যাস জেনারেটর কেনা হয়। বর্তমানে গ্যাস হোল্ডারগুলো বহুদিনের ব্যবহারে মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই জেনারেটর থেকে সরাসরি গ্যাস ল্যাব-এ পাঠানোর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। বলা বাহুল্য অধুনা গ্যাস হোল্ডারের প্রচলন হ্রাস পেয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সরাসরি অ্যারোজেন গ্যাস জেনারেটর থেকে ল্যাব-এ গ্যাস বিতরণ করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে ছোটখাট একটি জেনারেটর প্রয়োজন হবে।

১৯১৫ সালে কলেজ মাঠের উত্তর-পূর্বকোণে ৫৭,১৪৫ /-টাকা ব্যয়ে প্রাসাদোপম দ্বিতল পদার্থ বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। এর পূর্বে পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীর কাজ মাদ্রাসা ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরগুলোতে চালানো হতো। ১৯১৫ সনে নির্মিত হলেও এ দালান এখন পর্যন্ত সুন্দর রয়েছে। এতে ডিগ্রী সম্মান, ডিগ্রী পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের তিনটি বড় বড় ল্যাব, ১৬০ ও ৮০ সিট বিশিষ্ট দুটি গ্যালারী এবং একটি ডার্করুম আছে। এ ছাড়া উপরে ও নীচে দুটি ঘরে শিক্ষকদের বসবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে কাঁচের আলমারিতে থরে থরে সাজানো আছে যন্ত্রপাতি ও সেমিনারের বই। এ বিভাগ ১৯৩২-৩৩ সনে রাজশাহী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ডব্লিউ, এ, জেংকিন্স, ডি, এস, সি-র সময় থেকেই মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে এত সমৃদ্ধ ছিল যা দিয়ে আজও গবেষণার কাজ চলতে পারে। তখন লেদ মেশিনসহ একটি ওয়ার্কশপ সুদক্ষ মেকানিকের তত্ত্বাবধানে কর্মতৎপর থাকত- যন্ত্রপাতি মেরামত ও নতুন যন্ত্র তৈরিও করা হতো। বহুদিন থেকে এই মেকানিক পদে লোক নেই বলে এই ওয়ার্কশপ অকেজো হয়ে আছে। এই ঐতিহ্যবাহী বিভাগ আজ প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের

অভাবে কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশাবাদী।

১৯৩০ সালে নিউ আর্টস বিল্ডিং নামে যে দ্বিতল অট্টালিকা কলেজ মাঠের উত্তরে নির্মাণ করা হয় তারই নীচ তলায় মূল্যবান আসবাব ও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বোটানি ল্যাবরেটরী নির্মিত হয়। ১৯৩০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বোটানিতে পাঠদান শুরু হলেও জনপ্রিয়তার কারণে অচিরেই এ বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু করা হয়। ১৯৫৯ সালে জুলজিতে ডিগ্রী কোর্স এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে সম্মান কোর্স চালু হলে বোটানি বিভাগ ও জুলজি বিভাগকে কষ্ট স্বীকার করে ল্যাবরেটরী ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এই অবস্থা এখনও চলছে।

মনোবিজ্ঞান ও ভূগোল ১৯৭২ সালে সম্মান কোর্স চালু করার অনুমোদন লাভ করে। এ কলেজে ভূগোল বিভাগ ও মনোবিজ্ঞান যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৭০ সালে খোলা হয়। যা হোক, এখন পর্যন্ত এই দুই বিভাগের মধ্যে ভূগোল-বোটানি বিল্ডিং-এর উপরে পূর্বদিকে নিতান্ত অস্তিত্বটুকু মাত্র ধরে রেখে চলেছে আর মনোবিজ্ঞান নতুন কলাভবনের (নির্মিত ১৯৫৪-৫৫) পূর্বদিকের ৫ ও ৬ নং কক্ষে সামান্য রদবদলের মাধ্যমে বিভাগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর ১৯৮৬ সনে পরিসংখ্যানে সম্মান কোর্স খোলা হয়েছে। নীচের পর্যায়ে এ বিভাগে পাঠদান শুরু হয় ১৯৭০-এ। বর্তমানে এ বিভাগটি ফুলার হোস্টেলের ছোট দুটি কক্ষ নিয়ে অতি কষ্টে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, প্রস্তাবিত নতুন বিজ্ঞান ব্লক যতদিন নির্মিত না হবে ততদিন স্থানাভাবে বোটানি, জুলজি ভূগোল, মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান বিভাগের লেখাপড়া ও কাজকর্ম ব্যাহত হবে এবং সেই সাথে কলা ও বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীকক্ষের সমস্যা অব্যাহত থাকবে। তাই অতি সত্বর বিজ্ঞান ব্লকের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া দরকার।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের বাৎসরিক বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য কলেজের বিজ্ঞান বিভাগগুলো মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এই বরাদ্দ বৃদ্ধি না করলে-এ কলেজ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল সেই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখা এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। নীচে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো। একই সাথে একই ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের তুলনার সুবিধার্থে রাজশাহী কলেজের বরাদ্দের পাশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯ সালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের বরাদ্দ উল্লেখ করা হলো।

বৎসর	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের বরাদ্দ	বৎসর	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের বরাদ্দ
• ক		• গ	
১৯২২-২৩	১৯,০০০রুপী	১৯৩২-৩৩	৭,৭৩৩রুপী
১৯২৩-২৪	৪,০০০ "	১৯৩৩-৩৪	৬,০৫২ "
১৯২৪-২৫	৪,০০০ "	১৯৩৪-৩৫	৭,৭৮৪ "
১৯২৫-২৬	৬,০০০ "	১৯৩৫-৩৬	৭,৯৫৮ "
১৯২৬-২৭	৫,৯৯৪ —"	১৯৩৬-৩৭	৬,৫৪৬ "
• খ		• ঘ	
১৯২৭-২৮	১৮,২২৮রুপী	১৯৮৩-৮৪	১৮,০০০টাকা
১৯২৮-২৯	৮,০৬৪ "	১৯৮৪-৮৫	৯৩,০০০ "
১৯২৯-৩০	৭,৫৮৭ "	১৯৮৫-৮৬	১৭,০০০ "
১৯৩০-৩১	১৩,৮৩৬ "	১৯৮৬-৮৭	১৫,০০০ "
১৯৩১-৩২	৮,৭৪৯ "	১৯৮৭-৮৮	১,১০,০০০ "

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় খাতে ১৯৮৬-৮৭ বছরে প্রকৃত ব্যয় ২৩ লক্ষ টাকা, ১৯৮৭-৮৮ বাজেট সাইজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পর বরাদ্দ (মূল) ২৫ লক্ষ টাকা, ১৯৮৭-৮৮ সংশোধিত চাহিদা ৩০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে চাহিদা মোতাবেক বরাদ্দ (মূল) ৪০ লক্ষ টাকা। হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯২২ থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত ১৫ বছর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য খাতে রাজশাহী কলেজে গড়ে প্রতি বছর বরাদ্দ পেয়েছে ৮,৭৪৯ রুপী আর ১৯৮৩-৮৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের বার্ষিক গড় বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৫০ হাজার টাকা। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ছয় গুণ। এ সময়ের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নিরিখে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তুলনা করলে আরো দেখা যায় যে, রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যখাতে বার্ষিক বরাদ্দের অনুপাত ১ : ৮০ অথচ ছাত্র সংখ্যার অনুপাত মাত্র ১ : ২.৫। এ কথা মনে হতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণা প্রজেক্ট ও কম্পিউটার সেকশনের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ থাকে এবং ১৯৮৭-৮৮ বছরে এই দুইখাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ১২ লক্ষ ও ৪.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। অর্থ বরাদ্দের এই বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

• ক বৃটেন কুইনিয়াল রিপোর্ট ১৯২২-২৭
• খ বৃটেন কুইনিয়াল রিপোর্ট ১৯২৭-৩২
• গ বৃটেন কুইনিয়াল রিপোর্ট ১৯৩২-৩৭
• ঘ রাজশাহী কলেজ নথি।

(ঙ রাজশাহী কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৪,০০০ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১০,০০০।

তা না হলে রাজশাহী কলেজের মতো সমৃদ্ধ কলেজগুলো ধীরে ধীরে আরো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট সকলকে শুধু এই কথা মনে করিয়ে দেয়া যে, যেকলেজগুলি একদিন এদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে কাজ করেছে সেগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার ন্যূনতম সুযোগ দান আমাদের জাতীয় কর্তব্য এবং এ কারণে সুযোগ সুবিধাগুলিও আনুপাতিক প্রয়োজনের নিরিখে বন্টন করা একান্ত আবশ্যক।

ছাত্র সংসদ :

রাজশাহী কলেজ ছাত্র সংসদ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের একটি অতিরিক্ত বৈধ প্রতিষ্ঠান (Extra Legal Institutaion)। সুদূর অতীত থেকেই এ কলেজের ছাত্র সংসদ কলেজের সহপাঠক্রমমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। ছাত্র সংসদ কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ, নাট্যানুষ্ঠান ও বিভিন্ন সমাজকল্যানমূলক কার্যক্রমের নিয়মিত আয়োজন করে। অতীতের স্বদেশী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মত জাতীয় ঘটনাপ্রবাহে এই কলেজের ছাত্র-শিক্ষক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। গত ১৯৮৭ ও চলতি ১৯৮৮ সনে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ বিপুল পরিমাণে নগদ অর্থ ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে।

১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৮১-১৯৮২ শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভি, পি, প্রো ভি, পি, ও জি, এস-এর নাম কলেজের নথিপত্র থেকে যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখ করে একটি তালিকা সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য বছরের ভি,পি, প্রো ভি, পি, ও জিএসদের হারিয়ে যাওয়া নামগুলো প্রদানে কোন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলে তা ভবিষ্যত রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে।

বি, এন, সি, সি :

এ কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী। পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকা সত্বেও তারা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে সাগ্রহে অংশ নেয় এবং নিজস্ব কর্মসূচি ছাড়াও সমাজকল্যাণমূলক কাজে

অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এ কলেজের তিন৮ প্লাটুনে মোট ৯৯ জন ক্যাডেট আছে। এদের দুই প্লাটুন ছাত্র ও এক প্লাটুন ছাত্রী। ক্যাডেটদের পরিচালনার জন্য একজন মহিলা P.U.O সহ মোট তিন জন P.U.O নিয়োজিত আছেন। P.U.O (Professor under officer)

খেলাধুলা ঃ

অবিভক্ত বাংলায় খেলাধুলার সুযোগের দিক থেকে রাজশাহী কলেজ ছিল অনন্য। এ কলেজে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, লন-টেনিস্, নৌকা চালনা, ওয়াটার পোলো ইত্যাদি খেলার প্রচলন ছিল। এ ছাড়া পুরাতন কমনরুমের পার্শ্বকক্ষগুলোতে ক্যারম, পিংপং, দাবা, তাস ইত্যাদি অভ্যন্তরস্থ খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। সকাল ১০-৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত কমনরুম খোলা থাকত। কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলতে বেশী পছন্দ করত এবং এই কলেজের ফুটবল টিম খুব শক্তিশালী ছিল। হয়ত আজকের মত শিক্ষা বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আন্তঃকলেজ খেলাধুলার প্রচলন ছিল না তবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে মাঝে মধ্যেই যে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন হতো তা জানা যায় এবং এ ধরনের খেলায় রাজশাহী কলেজ ফুটবলে অতীতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।

কলেজের জিমনাসিয়ামটিও শতবর্ষের প্রাচীন। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা এখানে ব্যায়াম করত। ১৯১০-১১ সনে কলেজের জন্য পৃথক জিমনাসিয়াম খোলা হলেও কখনো কাভার্ড জিমনাসিয়াম নির্মিত হয়নি। বর্তমান কলাভবন নির্মিত হবার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৫৪-৫৫) ঐ মাঠেই ব্যায়াম করার ব্যবস্থা ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলেজের ছাত্রদের সাথে স্থানীয় উৎসাহি যুবকরা বরাবরই এই জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম করে আসছে। এবং ব্যায়ামের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করে আসছে। একটি সুপরিসর কাভার্ড জিমনাসিয়াম নির্মাণ করে ছাত্র-যুবকদের শরীর চর্চার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করার জোর সুপারিশ করছি।

রাজশাহী কলেজ খেলাধুলায় উপরিউক্ত ঐতিহ্য এখনও সমুন্নত রেখেছে সে কথা নিদ্বিধায় বলা যায়। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আন্তঃকলেজ ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদিতে এ কলেজ বহুবার চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলাতেও অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে। অধুনা এ কলেজে মেধাবী ছাত্র অধিক সংখ্যায় ভর্তি হবার ফলে তারা স্বভাবতঃই খেলাধুলার চেয়ে লেখাপড়াতেই বেশী মনোযোগী হয়। এ ছাড়া কলেজের বিভিন্ন ক্লাবের সাথে যুক্ত থেকে ক্লাবের খেলায় বেশী করে ঝুঁকে পড়ার ফলে কলেজ মাঠে ছাত্রদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে সমুন্নতির সেই পুরাতন চিত্রটি আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু ইদানীং কালে রাজশাহী কলেজ মাঠ শহরের সকলের খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। সকাল বিকালে এ মাঠে বিভিন্ন দলের বেশ ভীড় জমে ওঠে। এ অবস্থা যদিও বাঞ্ছিত নয়, তবুও এটি বাস্তব সত্য। এখানে লন টেনিস্ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কিংবা এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ কলেজে লন টেনিস্ খেলার প্রচলন ছিল। ১৯৩৩ সনে কলেজে একটি হার্ডকোর্ট সহ মোট পাঁচটি টেনিস্ কোর্ট ছিল। এর মধ্যে একটি লন টেনিস্ শিক্ষকগণের খেলার জন্য ১৯৩৩ সনে ডাইমন্ড জুবিলী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৈরী হয়। বর্তমান শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এই কোর্টগুলো চালু ছিল। স্বাধিনতা উত্তরকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ছাত্রদের একটি লন ছাড়া বাকি টেনিস কোর্ট নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮০—৮৩ সনের পর থেকে লন টেনিস খেলা নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য বন্ধ আছে। বোটানি বিল্ডিং-এর দক্ষিণে সবুজ ঘাসের গালিচা ঢাকা লন আর ছাত্র-শিক্ষকের কিংবা শিক্ষানুরাগীদের চোখ জুড়ায় না। এখানকার সুন্দর গ্যালারির কাঠ আর লোহাগুলিও অবশিষ্ট থাকছে না। এই ভয়াবহ অবস্থা শুধু রাজশাহী কলেজের নয়, বর্তমান বাংলাদেশের সার্বিক অবক্ষয়ের দিকেই বুঝি অংগুলি নির্দেশ করে। যাহোক, লন টেনিস কোর্টগুলি ও খেলার মাঠের সংস্কারের কাজ অনতিবিলম্বে হাতে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসংগে রাজশাহী কলেজের ফুটবল মাঠ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই মাঠটি একাধারে কলেজ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং কলেজের ছাত্রদের তথা রাজশাহী শহরের ক্রীড়ামোদী বালক ও যুবকদের সকাল-সন্ধ্যা শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্ষাকালে পানি জমে এটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ কারণে বহুবার এই মাঠকে এক-দেড় ফুট উঁচু করার উদ্যোগ নিয়েও সফল হওয়া যায়নি। এই কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

এত যে অবক্ষয় আর অভাব তা সত্বেও রাজশাহী কলেজ অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সেরা ছাত্রদের ভীড় সে কথা মনে করিয়ে দেয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অতীতে যেমন কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে ষাট-এর দশকে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে। প্রতি বছরই তারা বোর্ডের প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থান দখল করে। ১৯৮৭ ও '৮৮ সালে এ কলেজ পর পর রাজশাহী জেলা ও বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। বর্তমানে ১৬০টি সরকারী কলেজকে অর্থ যোগান দিতে গিয়ে রাজশাহী কলেজের অর্থানুকূল্য পূর্বের মত নেই। এ সত্বেও এ কলেজ তার পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস পাচ্ছে এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়। তবে রাজশাহী কলেজ যাতে অনাগত ভবিষ্যতেও তার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে পারে এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যেতে পারে সেজন্যে বিশেষ সরকারী আনুকূল্য অবশ্যই প্রয়োজন।

ডঃ আবুল কাসেম
চেয়ারম্যান,
সাংগঠনিক কমিটি ও
অধ্যক্ষ,
রাজশাহী কলেজ,
রাজশাহী।

১৪-মাস্তার মত

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বর্তমানে দেশের অনেক গুলো কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এই কলেজগুলো ব্যাপক হারে সরকারী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। অথচ অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কলেজ এই রাজশাহী কলেজকে এমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা বুঝি ঠিক হবে না। তাই অবিলম্বে রাজশাহী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণা দিয়ে এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে এর পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

১। Address delivered on the Speech Day of Rajshahi Callege held on the 28th February. 1920 by Dr. P. Neogi.

২। বুইন কুমিনিয়াল রিপোর্ট ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সমূহে সংক্ষেপ দ্বারা প্রস্তুত ॥

৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭-৮৮ সংশোধিত ও ১৯৮৮-৮৯ আবর্তক ও উন্নয়ন বাজেট।

৪। রাজশাহী কলেজ প্রসপেক্টাস ১৯৩৩-৩৪

Rajshahi College.

A List of names of members of the Teaching Staff.

Mr. Md. Shamsul Huq, Principal.
Mvi. Maqbul Ahmed, Vice-Principal.

Department of English.

1. Maulvi Serajur Rahman
2. " A.R.Katinuddin
3. " A.M.M. Azhar Hossain
4. " A.M.Nurul Islam
5. " Md. Noman
Mrs. Moslema Khatoon

Department of Bengali

1. Babu Sudhandu Nath Bhattachayy
2. Maulvi Ahamad Hossain
3. " Ashraff Hossain Siddique.

Department of Arabic & Persian.

1. Maulavi Maqbul Ahmed
2. Dr. S.G.M. Hilali
3. Mvi. Md. Suhainman
4. " Md. Abdul Hye

Department of Sanskrit

1. Mvi. Siva Prasanna Lahiry

Department of Urdu

1. Mvi. S.M. Shamsul Huq
2. " S.S.A.Kazimi

Department of History.

1. Mvi. Md. Mirjhan
2. Dr. A.R. Mallick
3. Mvi. A.M. Zaheduzzaman

Department of Islamic History and Culture

1. Mvi. S. Azizur Rahman Hashmi
2. " Mukhlesur Rahman

Department of Philosophy & Logic.

1. Mvi. Abdul Mannan
2. Babu Abni Mohan Dutta
Mvi. S.M. Abdul Hai

Department of Civics & Economics.

1. Mvi. Sultanul Islam
2. Md. Shafiqul Alam Siddiqi
3. " A.K.M. Imdadul Huq Majumdar

Department of Politics

1. Mvi. Syed Ahamed
2. Mvi. A.N. Saleh Ahmed

Department of Mathematics.

1. Mvi. K.A.F.M. Abul Quasem Copies of two yr. Hons Course for 1955 were already submitted to the University as no copy of that is with us.
2. "
3. Babu Suresh Chandra Bhattacharyya
4. Mvi. Abdus Salam

Department of Physics.

1. Dr. Abdul Haque
2. Dr. M.N. Alam
3. Mvi. Md. Imdadul Huq Khan
4. Mvi. Md. Abdur Razzaque
5. " Md. Lutfar Rahman
6. " Akhtar Hossain

Department of Chemistry.

1. Dr. S
2. Dr. M. Kiasuddin
3. Mvi. Md. Harunar Rashid
4. " Anawar Ali Khandaker
5. " Muhammad Ali
6. Mvi. Mahabbat Ali

Department of Botany.

1. Mvi. Abdul Ahad
2. " Nayeemulla Khan
3. " S.M. Musharraf Hossain

Department of Biology.

1. Babu Amarendra Narayan Chowdhury

Department of Geography.

1. Mvi. Muhammed Ikramul Huq Siddiqu
2. " A.K.M. Shafatullah

Department of Commerce.

1. Mvi. Amanat-Ullah
2. " Asgar Ali Talukder.

রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব '৮৮

(১৮৭৩-১৯৭৩)

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

দপ্তর উপ-কমিটি ঃ

১।	জনাব মোঃ গোলাম নবী, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ		— আহবায়ক
২।	"	মোঃ ফজলুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী	— যুগ্ম আহবায়ক
৩।	"	আনছার আলী, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ	"
৪।	"	আনছার উদ্দীন (আনস্যের) কুমার পাড়া, রাজশাহী	"
৫।	"	আবু তাসের সরকার, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ	সদস্য
৬।	"	মনিমুল হক, মিয়া, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ	
৭।	"	আব্দুল লতিফ, প্রভাষক, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী	"
৮।	"	মাহবুবুল আলম, হেতেমখাঁন, রাজশাহী	"
৯।	"	মনিরুল ইসলাম, রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী	"
১০।	"	রবিউল ইসলাম (দুলাল) হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী	"
১১।	"	আমজাদ হোসেন, হোসেনী গঞ্জ, রাজশাহী	"
১২।	"	ইকাল হোসেন -২য় বর্ষ সম্মান	"
১৩।	"	মোসাম্মৎ সেলিনা আক্তার -১ম বর্ষ সম্মান (পুরাতন)	"
১৪।	"	মোসাম্মৎ ফিরোজা খাতুন - ১ম বর্ষ (নতুন)	"
১৫।	"	আফজালুন বানু- ১ম বর্ষ	"
১৬।	"	রেজিনা আখতার " "	"
১৭।	"	মোঃ গোলাম কিবরিয়া " "	"

রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব '৮৮

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ- সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।
পৃষ্ঠপোষক	ঃ- জনাব এম, এ, খালেক - ডি, আই, জি, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম - জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।
চেয়ারম্যান	ঃ- ডঃ মোঃ আবুল কাসেম - অধ্যক্ষ রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
কো- চেয়ারম্যান	ঃ- জনাব বেলায়েত আলী - (অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ) শিরোইল, রাজশাহী।
	জনাব সেখ আবুল কালাম আজাদ — সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ।
	জনাব জাফর ইমাম - উপ-পরিচালক, ক্রীড়া বিভাগ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড।
	জনাব জিয়াউল হক জিলু - শিপাই পাড়া, রাজশাহী।
কোষাধ্যক্ষ	ঃ- জনাব মোঃ আব্দুল হালিম - আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ অফিসার, রাজশাহী।
অফিস সম্পাদক	ঃ- জনাব মোঃ গোলাম নবী - সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব '৮৮

সাংগঠনিক কমিটি

১। রাজশাহী কলেজের সকল বিভাগীয় প্রধান।
২। ডাঃ সুলতান আহমেদ- মালোপাড়া, রাজশাহী।
৩। এডভোকেট মকবুল হোসেন, রানীবাজার, রাজশাহী।
৪। এডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু, উপশহর, রাজশাহী।
৫। এডভোকেট মহসিন প্রামানিক, কুমারপাড়া, রাজশাহী।
৬। প্রফেসর একরামুল হক, রানীনগর, রাজশাহী।
৭। প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। "
৮। জনাব এ, ওয়াই, এস, মনিরুজ্জামান
৯। জনাব জাফর রেজা খান "
১০। জনাব খন্দকার সিরাজুল হক "
১১। ডঃ আজাহার উদ্দীন "
১২। ডঃ গাওসুজ্জামান "
১৩। ডঃ সাইদুর রহমান "
১৪। জনাব, এ, টি , এস, নাসিরুজ্জামান
১৫। অধ্যক্ষ গোলাম রব্বানী, রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ, রাজশাহী।
১৬। অধ্যক্ষ মোসলেম আলী, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
১৭। অধ্যক্ষা আমিনা খাতুন, মহিলা কলেজ, রাজশাহী।
১৮। অধ্যক্ষ বেলায়েত আলী, শিরোইল, রাজশাহী।

১৯। জনাব জাফর ইমাম, উপ- পরিচালক, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
২০। জনাব ইউনুস আলী দেওয়ান, উপ- পরিচালক, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।
২১। জনাব মোঃ রমজান আলী, বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক, রাজশাহী।
২২। জনাব জিয়াউল হক, জিলু, সিপাইপাড়া, রাজশাহী।
২৩। এডভোকেট আব্দুস সামাদ, হেতেমখাঁ, রাজশাহী।
২৪। জনাব মোঃ সামসুল হুদা সরকার, সচিব, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
২৫। জনাব এ, কিউ, এম, ফজলুল হক, চন্ডীপুর, রাজশাহী।
২৬। জনাব ও, আর, এ, মহসিন খান, হেতেমখাঁ, রাজশাহী।
২৭। জনাব কজলে হোসেন বাদশা, হড়গ্রাম, রাজশাহী।
২৮। জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
২৯। জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
৩০। জনাব ইমাম মেহেদী বোস, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী।
৩১। জনাব জাহেদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী।
৩২। জনাব খোদা বক্স মৃধা, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী সিটি কলেজ, রাজশাহী।
৩৩। জনাবা শিরিন সুফিয়া খানম, সহকারী অধ্যাপিকা, রাজশাহী মহিলা কলেজ।
৩৪। জনাবা রওশন আরা খন্দকার, উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।
৩৫। জনাব মোল্লা সোহরাবুল আহসান, অধ্যক্ষ, শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী।
৩৬। জনাব মহেজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা বোর্ড কার্ডিকম।
৩৭। জনাব আব্দুল মালেক খান, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৮। জনাব প্রফেসর এম, এ, মজিদ, অধ্যক্ষ, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।
৩৯। জনাব মাসুদুল হক (তুলু), কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।
৪০। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, দরগা পাড়া, রাজশাহী।
৪১। জনাব মাহমুদ জামাল, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।
৪২। জনাব মিজানুর রহমান মিনু, শালবাগান, রাজশাহী।
৪৩। জনাব শফিকুল আলম হেলাল, রাজার হাতা, রাজশাহী।
৪৪। জনাব আব্দুল মান্নান, আই, এফ, আই, সি, ব্যাংক, রাজশাহী।
৪৫। জনাব আজিজুল হক, আই, এফ, আই, সি, ব্যাংক, রাজশাহী।
৪৬। জনাব মাসুদ জামাল, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।
৪৭। জনাব মজিবুল হক কচু, ষষ্টিতলা, রাজশাহী।
৪৮। জনাব সাইফুল ইসলাম মার্শাল, হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী।
৪৯। জনাব জামাল আহমেদ আখতার, পুলিশ লাইন, রাজশাহী।
৫০। জনাব কাফিউল্লাহ সরকার বাচ্চু, অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী।
৫১। জনাব রবিউল করিম সেন্টু, সপুরা, রাজশাহী।
৫২। জনাব আবু বকর সিদ্দিকী, এহসান, প্রাক্তন ডি,পি,
৫৩। জনাব কবির হোসেন, এডভোকেট, রাজশাহী
৫৪। জনাব মহসীন, রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সমিতি, রাজশাহী।

স্টিয়ারিং কমিটি

চেয়ারম্যান : প্রফেসর ড: মোঃ আবুল কাসেম, অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

সদস্য : জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, এ্যাডভোকেট, রানীবাজার রাজশাহী।
" : এ, কিউ, এম, ফজলুল হক, অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, চন্ডীপুর, রাজশাহী।
" : প্রফেসর কোরায়েত আলী, অবঃ অধ্যক্ষ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
" : মহসীন প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কুমার পাড়া, রাজশাহী।
" : প্রফেসর ড: আতফুল হাই শিবলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
" : জনাব এ, ওয়াই, এম, মনিরুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
" : জনাব জাফর রেজা খান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
" : প্রফেসর মোসলেম আলী, অধ্যক্ষ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
" : প্রফেসর খন্দকার এ,এস,এম, মনিরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ।
" : জনাব গোলাম নবী, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী (সদস্য সচিব)।
" : জনাব শেখ আবুল কালাম আজাদ, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ।
" : জনাব জাফর ইমাম, ক্রীড়া উপ-পরিচালক, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড।
" : জনাব মহাবুব-উল-হক (মনু), বটতলা, রাজশাহী।
" : জনাব এম, মাসুদুল হক (তুলু), কাদির গঞ্জ, রাজশাহী।
" : জনাব সাকিবর রহমান মেহি, দরগাপাড়া, রাজশাহী।
" : জনাব মাহমুদ জামাল, মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।
" : জনাব শফিকুল ইসলাম, (হেলাল) রাজারহাতা, রাজশাহী।

স্মরণিকা উপ-কমিটি ঃ

১। প্রফেসর এ, বি, এম, রেজাউল হক, রাজশাহী কলেজ,	আহবায়ক
২। জনাব এন, কে, এম, হাবিবুন নবী, রাজশাহী কলেজ,	যুগ্ম-আহবায়ক
৩। ডঃ আর, জে, শামসুল আলম, রাজশাহী কলেজ,	"
৪। জনাব মোঃ ইলিয়াস আলী, রাজশাহী কলেজ,	সদস্য
৫। " মোঃ গোলাম কিবরিয়া, রাজশাহী কলেজ,	"
৬। " মিসেস শেহনাজ ইয়াসমিন, রাজশাহী কলেজ,	"
৭। জনাব সহিদ উদ্দিন, প্রেস ক্লাব , রাজশাহী	"
৮। " আহম্মদ শফিউদ্দিন, সহ-রেজিস্টার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	"
৯। " তসিকুল ইসলাম, শাহমখদুম কলেজ, রাজশাহী	"
১০। " সরকার শরীফুল ইসলাম, বা,স, স, রাজশাহী	"
১১। " রেজাউল করিম (রাজু), প্রেস ক্লাব, রাজশাহী	"
১২। " জালাল আহমেদ, শিরইল, রাজশাহী	"
১৩। " মিসেস আকতার বানু, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী	"
১৪। ডাঃ মনিরুল ইসলাম, মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী,	"
১৫। জনাব সিকান্দর আবু জাফর, সাংবাদিক, রাজশাহী বার্তা, রাজশাহী।	"

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

১। জনাব আব্দুল মজিদ- প্রাক্তন ডি, এল, আর,
২। জনাব আব্দুল গফুর-অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী।
৩। প্রফেসর ডঃ এম, এ, বারি, চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৪। প্রফেসর এম, এ, বকিব-সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ।
৫। প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমেদ- ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৬। ডঃ এ, আর, মল্লিক-চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড।
৭। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। প্রফেসর কাজী আব্দুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯। জনাব কাজী জালাল আহমেদ- প্রতিরক্ষা সচিব, বাংলাদেশ সরকার।
১০। জনাব মাহবুব উজ্জামান-প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার।
১১। ডাঃ এম, এ, কাসেম- প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল।
১২। জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ-প্রাক্তন স্পীকার, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ
১৩। জনাব আনোয়ার জাহিদ-প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার
১৪। জনাব মইদুল ইসলাম-মন্ত্রী, পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
১৫। প্রফেসর আব্দুল মতিন পাটোয়ারি।
১৬। জনাব এ, কে, খোন্দকার- পরিকল্পনা মন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার
১৭। জনাব কাজী জাফর আহমেদ- উপ-প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার
১৮। জনাব হেদায়েত আহমেদ শিক্ষা সচিব- বাংলাদেশ সরকার
১৯। জনাব শামসুল হক চিশতী- সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
২০। ডঃ এ, এইচ, এম, করিম- মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২১। প্রফেসর এম, এ, হাই-প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
২২। ডঃ শামসুদ্দিন মিয়া-প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
২৩। ডঃ মুঃ নসিমুদ্দিন -প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
২৪। ডঃ মোঃ লুৎফর রহমান-প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
২৫। প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন-অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা
২৬। ডঃ এস, এম, আব্দুর রহমান-প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
২৭। প্রফেসর লুৎফর রহমান খান-বি, আই, টি, খুলনা
২৮। জনাব সাহাদাৎ হোসেন- চেয়ারম্যান, চিটাগং পোর্ট ট্রাষ্ট
২৯। জনাব নেফাউর রহমান-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা
৩০। জনাব এম, এ, সালাম- জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ কেমিক্যাল কমপ্লেক্স
৩১। প্রফেসর এম, নোমান- জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩২। প্রফেসর আজাহার হোসেন
৩৩। প্রফেসর আবু বকর মতিন উদ্দিন- প্রাক্তন ডি, পি, আই,
৩৪। প্রফেসর আবদুল্লাহ-আল-মুতী-শরফুদ্দিন
৩৫। জনাব আবু হেনা মোঃ মুহসিন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৩৬। ডঃ আব্দুল হক- প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
৩৭। প্রফেসর মোঃ আব্দুল আজিজ- চেয়ারম্যান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড
৩৮। জনাব এম, এ, হাদি- মেয়র, রাজশাহী পৌর করপোরেশন
৩৯। জনাব এনামুল হক-ডি, আই, জি, হেডকোয়ার্টার, ঢাকা
৪০। জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ-অতিরিক্ত আই, জি, হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

৪১। জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ- চেয়ারম্যান, রাজশাহী জেলা পরিষদ
৪২। জনাব নুরন্নবী চাঁদ- সংসদ সদস্য
৪৩। প্রফেসর গাজী আব্দুস সালাম- চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড
৪৪। প্রফেসর আবু মোহাম্মদ- পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪৫। প্রফেসর ড: মোজাম্মেল হক- পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা ?
৪৬। খোন্দকার এ, এস, এম, মনিরুল ইসলাম- উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ
৪৭। প্রফেসর গোলাম সাকলায়েন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৪৮। কাজী খোরশেদ আলী- পরিচালক, লেবার ওয়েলফেয়ার, পিডিবি
৪৯। প্রফেসর মোবারক আলী আকন্দ চেয়ারম্যান, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড।

বাসস্থান ও পরিবহন উপ-কমিটি।

১।	জনাব	মো: ইদ্রিস আলী, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী,	আহবায়ক
২।	,,	লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী	পৃষ্ঠপোষক
৩।	,,	হাসানুর রহমান, এন, ডি, সি, রাজশাহী	,,
৪।	,,	শামসুদ্দিন খান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	যুগ্ম -আহবায়ক
৫।	,,	এস, এইচ, গাফ্ফার , সচিব, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	,,
৬।	,,	আক্রাম আলী খান, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ,	,,
৭।	,,	নকিবুদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	সদস্য
৮।	,,	আনসার আলী, প্রভাষক ,রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	,,
৯।	,,	মুহম্মদ ইসরাইল হক, প্রভাষক ,রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	,,
১০।	,,	মিজানুর রহমান, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	,,
১১।	,,	আবু তালেব সরকার, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	,,
১২।	,,	মাহমুদ জামাল, মাস্টার পাড়া, রাজশাহী	,,
১৩।	,,	সৈয়দ আব্দুল বারী, টিকা পাড়া, রাজশাহী	,,
১৪।	,,	মো: আব্দুল হক, ৩য় বর্ষ (সম্মান) ব্যবস্থাপনা, রাজশাহী কলেজ	,,
১৫।	,,	আব্দুল হাই, ৩য় বর্ষ (সম্মান) দর্শন, রাজশাহী কলেজ	,,
১৬।	,,	নজরুল ইসলাম, ২য় বর্ষ (সম্মান), রসায়ন, রাজশাহী কলেজ	,,
১৭।	,,	সিরাজুল ইসলাম, ১ম বর্ষ (সম্মান), বাংলা, রাজশাহী কলেজ	,,
১৮।	,,	আব্দুল মতিন, ১ম বর্ষ (সম্মান), মনোবিজ্ঞান, রাজশাহী কলেজ	,,
১৯।	,,	এস, এম, সুলতান মাহমুদ, ১ম বর্ষ (সম্মান), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজশাহী কলেজ	,,
২০।	,,	গোলাম কিবরিয়া, দ্বাদশ বণিজ্য, রাজশাহী কলেজ	,,
২১।	,,	আনোয়ার হোসেন, ২য় বর্ষ (সম্মান) পদার্থ বিদ্যা, রাজশাহী কলেজ	,,
২২।	,,	আল বাকী বরকতুল্লাহ ১ম বর্ষ (সম্মান) পরিসংখ্যান, রাজশাহী কলেজ	,,
২৩।	,,	বি এম শামসুল হক ২য় বর্ষ (সম্মান) রাজশাহী কলেজ	,,
২৪।	,,	সাখাওয়াতুল কবীর চৌধুরী ১ম বর্ষ সম্মান, রাজশাহী কলেজ	,,
২৫।	,,	মো: মাহবুবুল আহসান ২য় বর্ষ সম্মান, রাজশাহী কলেজ	,,
২৬।	,,	আজিজুল ইসলাম- ১ম বর্ষ সম্মান, রাজশাহী কলেজ	,,

সাংস্কৃতিক উপ – কমিটি ঃ

১।	প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার আলী, রাজশাহী কলেজ,	আহবায়ক
২।	শ্রী শ্যামা প্রসাদ রায়, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ,	যুগ্ম আহবায়ক
৩।	ড: শামসুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ,	"
৪।	জনাব আব্দুর রশিদ, কালচারাল অফিসার, শিল্পকলা একাডেমী, রাজশাহী	"
৫।	এ, কে ,এম, হাসানুজ্জামান, কারিকুলাম অফিসার, শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	"
৬।	জনাব শামসুজ্জোহা, সহকারী অধ্যাপক,রাজশাহী কলেজ,	সদস্য
৭।	মি: নিমাই চন্দ্র সরকার, উপাধ্যক্ষ, নাটোর কলেজ,	"
৮।	জনাব ইকবাল মতিন, সহকারী অধ্যাপক, বি, আই, টি ,রাজশাহী	"
৯।	জনাব মো: হারুন – অর -রশিদ, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ,	"
১০।	মিসেস ফরিদা সুলতানা, প্রভাষিকা, রাজশাহী কলেজ,	"
১১।	শেখ কবিজার আলম, প্রভাষক, বি, আই, টি, রাজশাহী	"
১২।	মি: সাবিনর রহমান (মতি) কন্ট্রাক্টর, রাজশাহী	"
১৩।	মি: রবিউল করিম (মন্টু), অফিসার, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক,	"
১৪।	কানু মোহন গোস্বামী, প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, শিল্পকলা একাডেমী, রাজশাহী	"
১৫।	মো: রজব আলী বি, কম, পাস	"
১৬।	মো: কামরুল ইসলাম, বি, কম, (সম্মান)	"
১৭।	মো: রাজীব কর্মকার, একাদশ মানবিক	"
১৮।	সুলতান মো: সালেহ ইমাম জনি, দ্বাদশ, (মানবিক)	"
১৯।	গোলাম ফরিদ আহমেদ, বি, এ, (পাস)	"
২০।	মো: এনামুল হক সরকার , বি, এ , (পাস)	"

২১। শামসুন নাহার রেশমা, ৩য় বর্ষ (সম্মান)
২২। মোঃ আতিকুজ্জামান
২৩। এস, এম, সাহাদুজ্জামান
২৪। মোঃ রুহুল আমিন
২৫। মোঃ আখতারুজ্জামান
২৬। মোঃ গোলাম রব্বানী – ২য় বর্ষ সম্মান
২৭। মাহবুব আলম — ১ম বর্ষ সম্মান (নতুন)

রাজশাহী কলেজ শতবর্ষ উৎসব'৮৮

আপ্যায়ন উপকমিটি

আহবায়ক

১। জনাব মোঃ গোলাম আকবর, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ ।

যুগ্ম আহবায়ক

২। জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৩। জনাব আবুবকর সিদ্দীক (এহসান) বরখা পাড়া, রাজশাহী, ৪। জনাব মাহমুদ জামাল, মাস্টার পাড়া, রাজশাহী ।

সদস্য

৫। জনাব মিজানুর রহমান (মিনু) শালবাগান, রাজশাহী, ৫(ক)। মিসেস আনোয়ারা খানম, ৬। জনাব মজিবুল হক, (বকু) ষষ্ঠিতলা, রাজশাহী, ৭। জনাব আবু হাসান সিদ্দিকী (ঝুনু) বড়বাগপাড়া, রাজশাহী, ৮। জনাব মোঃ সাদীদ হাসান, বি. কম, (সম্মান), ৯। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, বি, কম, (পাশ), ১০। জনাব কে, এম, আবদুল্লাহ আল মাসুদ শিবলী, বি, কম, (পাশ), ১১। জনাব মোঃ রেজাউননবী আল মামুন, একাদশ বাণিজ্য, ১২। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ১ম বর্ষ (সম্মান), ১৩। জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম বি, এস, সি, (পাশ), ১৪। জনাব নাজমুন নাহার, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৫। জনাব শামীম আরা ইয়াসমিন, ২য় বর্ষ (সম্মান), ১৬। জনাব মোঃ আলী আজম, একাদশ বিজ্ঞান, ১৭। জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, ১ম বর্ষ সম্মান ।

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

আহবায়ক

১। জনাব ইউনুস আলী দেওয়ান, ডি, ডি, পি, আই, রাজশাহী ।

যুগ্ম আহবায়ক

২। মাসুদুল মান্নান, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৩। জনাব আমজাদ আলী, সহকারী অধ্যাপক, রাশাহী কলেজ, ৪। মিসেস আয়েশা খাতুন, সহকারী অধ্যাপিকা, রাশাহী কলেজ, ৫। জনাব মাহমুদ জামাল,

সদস্য

৬। ডাঃ সুলতান আহমেদ, ৭। জনাব মোঃ হাসান আলী, ৮। জনাব মোঃ আকবর বিদ্যুৎ, মাস্টার পাড়া, রাজশাহী, ৯। জনাব মোঃ শামসুল হক, মাস্টার পাড়া, রাজশাহী, ১০। জনাব মিজানুর রহমান মিনু, শালবাগান, রাজশাহী, ১১। জনাব শাহজাহান আলী, বাজা, মাস্টার পাড়া, রাজশাহী, ১২। জনাব মোঃ আনোয়ার জাহিদ, বি, এস, সি, (সম্মান), ১৩। শ্রী দেবাশীষ রায়, বি, এস, সি, (সম্মান), ১৪। জনাব মোঃ মোজহারুল ইসলাম, দ্বাদশ বাণিজ্য, ১৫। খ, ম, জাহাংগীর সিরাজ, দ্বাদশ বাণিজ্য, ১৬। মোঃ হাফিজুল ইসলাম, ২য় বর্ষ সম্মান, ১৭। শ্যামল কুমার ঘোষ, দ্বাদশ বাণিজ্য, ১৮। খন্দকার মিজানুর রহমান, বি, কম, (সম্মান), ১৯। ত, ই, ম, খুরশেদ-ই-খোদা, বি, এ, (পাশ), ২০। মোঃ আসলাম হোসেন, মনিটর, এ শাখা, ২১। মোঃ গোলাম কিবরিয়া, মনিটর, এফ শাখা ।

সেমিনার সিম্পোজিয়াম উপ-কমিটি :-

আহবায়ক

১। জনাব এ, এস, এম, মোয়াররফ, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ ।

যুগ্ম আহবায়ক

২। ডঃ আতিকুল হাই শিবলী, সহকারী অধ্যাপক, রাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩। জনাব এম, মাসুদুল মান্নান, সহকারী অধ্যাপক, রাশাহী কলেজ ।

সদস্য

৪। জনাব এম, এ, মান্নান, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৫। জনাব এম, এ, রহমান, সহকারী অধ্যাপক, রাশাহী কলেজ, ৬। জনাব আশরাফুল ইসলাম, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৭। মিসেস হাসমত আরা বেগম, প্রভাষিকা, রাজশাহী কলেজ, ৮। মিসেস রোকেয়া বেগম, প্রভাষিকা, রাজশাহী কলেজ, ৯। মিসেস ফজিলাতুন নেসা, প্রভাষিকা, রাজশাহী কলেজ, ১০। জনাব মোঃ বেলালুল ইসলাম, মনিটর, ই শাখা, ১১। জনাব তরিকুল ইসলাম, মনিটর, বি, কে, শাখা, ১২। জনাব আজিজার রহমান, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৩। জনাব নাজিমুদ্দিন আহমেদ, ২য় বর্ষ (সম্মান), জনাব আবদুল হান্নান, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৫। জনাব সাদেকুল ইসলাম, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৬। জনাব গোলাম রব্বানী, ২য় বর্ষ (সম্মান), ১৭। জনাব জুলফিকার জামান, ২য় বর্ষ (সম্মান), ১৮। জনাব আরিফুল ইসলাম, ২য় বর্ষ (সম্মান) ।

শৃংখলা উপ-কমিটি :-

আহবায়ক

১। অধ্যাপক আবু তাহের হোসেন, রাজশাহী কলেজ,

যুগ্ম আহবায়ক

২। জনাব নবিরুজ্জামান মিয়া, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৩। জনাব জাফর ইমাম ।

সদস্য

৪। ইমদাদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৫। জনাব এম, এ, ওয়াদুদ, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৬। জনাব কবিরুল ইসলাম, প্রভাষক,

সদস্য

রাজশাহী কলেজ, ৭। জনাব আবু বকর সিদ্দীক এহসান, ৮। জনাব সাবির রহমান, মতি, ৯। জনাব মাহফুজুর রহমান, ১০। জনাব সাইফুল ইসলাম, মার্শাল, ১১। জনাব এ. কে. এম. হারিসুজ্জামান, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১২। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৩। জনাব মোঃ মমিনুল কাদের, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৪। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ১৫। জনাব সুব্রত কুমার মহন্ত ২য় বর্ষ (সম্মান), ১৬। জনাব মোঃ আইয়ুব আলী, মনিটর, সি শাখা, ১৭। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মনিটর, ডি, শাখা, ১৮। মোঃ জাহেদুল হক, ২য় বর্ষ (সম্মান), ১৯। মোঃ আবদুল লতিফ, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ২০। কৃষ্ণধন সূত্রধর, ১ম বর্ষ (সম্মান) ।

সাজ সজ্জা উপ-কমিটি :–

আহবায়ক

১। শ্রী যামিনি শংকর শীল, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী ।

সদস্য

২। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৩। জনাব মফিজ উদ্দিন, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৪। শ্রী নিতাই চন্দ্রসাহা, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৫। মোঃ রেজাউল হক, বি, এ, (সম্মান), ৬। মোঃ সফিকুল হক বি, এ, (সম্মান), ৭। মোঃ আহসান আলী, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ৮। মোঃ শহীদ হাসান, ৩য় বর্ষ (সম্মান), ৯। কামরুজ্জামান, কামরু, ২য় বর্ষ (বি, কম), ১০। আ, ক, ম, তারাজিয়া চৌধুরী, ২য় বর্ষ (বি, কম), ১১। মোঃ শরীফুল ইসলাম, ২য় বর্ষ (বি, কম), ১২। অভিজিৎ কুমার দাস, একাদশ বাণিজ্য, ১৩। খন্দকার হাসান কবির, ২য় বর্ষ (বি, এ), ১৪। মোঃ আবদুল খালেক, (বি, কম,) (সম্মান), ১৫। মোঃ আব্দুল জব্বার, মনিটর, নতুন শাখা, ১৬। মোঃ সাইফুল ইসলাম, মনিটর, বি শাখা ।

প্রচার উপ-কমিটি :–

আহবায়ক

১। জনাব বেলায়েত আলী, অবঃ অধ্যক্ষ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ।

যুগ্ম আহবায়ক

২। জনাব এ, কে, এম, রশীদুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৩। জনাব মাসুদুল হক, ভুলু কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী ।

সদস্য

৪। জনাব ফজলুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী, ৫। জনাব নুরুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী, ৬। জনাব আহাদ আলী মোল্লা, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৭। জনাব শ্রী সনৎ কুমার সূত্রধর, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৮। জনাব মনিমুল হক, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ৯। জনাব আসাদুজ্জামান, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ১০। জনাব আব্দুস সামাদ, এডভোকেট, হেতেম খাঁ, রাজশাহী, ১১। জনাব কোহিনুর ইসলাম, মহিলা কলেজ, রাজশাহী, ১২। মিসেস জাহানারা হক, কোহিনূর প্রেস, রাজশাহী, ১৩। জনাব সাইফুল ইসলাম মার্শাল, ১৪। জনাব এ, বি, এম, খালেকুজ্জামান, আইন মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৫। জনাব কাজী সাফিুল্লাহ খালেক, সেরিকালচার বোর্ড, রাজশাহী, ১৬। জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম বাদল, ষষ্ঠিতলা, রাজশাহী, ১৭। জনাব শামস ইবনে ওয়ায়েদ, হেতেম খাঁ, রাজশাহী, ১৮। জনাব মোঃ লতিফুর রহমান, হেতেম খাঁ, রাজশাহী, ১৯। জনাব সাইদুর রহমান, সিপাই পাড়া, রাজশাহী, ২০। জনাব শওকত হায়াত জাহাংগীর আলী, মিয়াপাড়া, ২১। জনাব কামরুজ্জামান বকুল, বিশ্ববিদ্যালয়, ২২। জনাব শাহনাজ বেগম কর্ণা, ৩য় বর্ষ সম্মান, বিশ্ববিদ্যালয় । ২৩। জনাব হাসান আলী সরকার, ২য় বর্ষ সম্মান রাজশাহী কলেজ, ২৪। চৌধুরী খুরশীদ বিন আলম, প্রেস ক্লাব, রা-শাহী ২৫। মোস্তাফিজুর রহমান, খান, প্রেস ক্লাব, রাজশাহী, ২৬। সেকেন্দার আবু জাফর, দৈনিক বার্তা, রাজশাহী ।

অর্থ উপ-কমিটি :–

আহবায়ক

১। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ ।

যুগ্ম আহবায়ক

২। জনাব মহসীন প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, রাজশাহী, ৩। জনাব মোঃ শামসুদ্দিন খান, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ ।

সদস্য

৪। জনাব জিয়াউল হক, (জিন্দু) ক্যাপিটাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রাজশাহী । ৫। জনাব জাফর ইমাম, উপ পরিচালক, ক্রীড়া বিভাগ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, ৬। জনাব মোঃ মাসুদ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, ৭। জনাব রমজান আলী বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক । ৮। জনাব শাহজাহান আলী, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ,

সদস্য-সচিব

৯। জনাব এস, এম, রেজাউল হক, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ ।

সদস্য

১০। জনাব সেখ ইসমাইল হোসেন, প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ১১। জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী দেওয়ান প্রভাষক, রাজশাহী কলেজ, ১২। জনাব মাসুদুল হক, (ভুলু) কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী । ১৩। জনাব আবদুল মান্নান, (আই, এফ, আই, সি,) রাজশাহী, ১৪। জনাব মাহমুদ জামান, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী ।

ট্রেজারার :–

১৫। জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ অফিসার, রাজশাহী ।

পরীক্ষায় কয়েক বছরের ফলাফলের কিছু নমুনা

১৯৪৯ সাল
বিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	অধিকৃত স্থান
১।	মোঃ রশিদুল হক	১ম স্থান
২।	হুমায়ুন কবীর মোঃ আবদুল হাই	৪র্থ স্থান
৩।	সৈয়দ আমীর আলী	৪র্থ স্থান

মানবিক বিভাগ

১।	মোঃ আজিজুল হক	২০ তম স্থান

১৯৫১ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	সৈয়দ আবু তৈয়ব কামরুজ্জামান	৬ষ্ঠ স্থান

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	সৈয়দ ওয়াজেদ আলী	২য় স্থান
২।	মোঃ ওমর আলী	৮ম স্থান
৩।	এইচ,এ,এইচ, মোঃ ওবায়দুল বাশার	ত্রয়োদশ
৪।	বাদল চন্দ্র ঘোষ	পঞ্চদশ
৫।	মোঃ শামসুল হক	সপ্তদশ

১৯৫২ সাল

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ আবদুল মতিন পাটোয়ারী	২য় স্থান
২।	মোঃ এনামুল করিম	৭ম স্থান
৩।	মোঃ মোখলেসুর রহমান	অষ্টাদশ
৪।	মোঃ আশরাফ আলী	বিংশতিতম

১৯৫৪ সাল
মানবিক বিভাগ

১।	শাহ সুজাউল্লাহ	১ম স্থান
২।	মোঃ আবুল হোসেন	২য় স্থান
৩।	মোঃ সানাউল্লাহ	৬ষ্ঠ স্থান
৪।	আবু হেনা	ষোড়শ
৫।	লাল মোহাম্মদ সরকার	সপ্তদশ

বাণিজ্য বিভাগ

১।	মোঃ নজরুল ইসলাম ৩য় স্থান	

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ আবদুল কাইউম সরকার	১ম স্থান
২।	মোঃ আনোয়ারুল আলম	২য় স্থান
৩।	মোঃ আরজ উল্লাহ	৭ম স্থান
৪।	সৈয়দ আবুল ফজল মোঃ ইয়াহিয়া	৮ম স্থান
৫।	এ,কে, রফিকউদ্দিন আহমেদ	১০ম স্থান
৬।	মোঃ মইনুল ইসলাম	একাদশ
৭।	মোঃ আবদুর রশীদ	দ্বাদশ
৮।	মনসুর আহমেদ	ত্রয়োদশ
৯।	মোঃ শরিফ উদ্দিন	সপ্তদশ
১০।	শাহেদ উদ্দিন আহমেদ	ঊনবিংশতি
১১।	অনীল মনি সরকার	" "
১২।	মোঃ নুরুল ইসলাম	বিংশতিতম

১৯৫৫ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	সুলতান আহমেদ	২য় স্থান
২।	মোঃ নুরুল ইসলাম	৪র্থ স্থান
৩।	এ,এম, ওবাইদুল হক	একাদশ
৪।	সাইদ ওয়াব আলী	দ্বাদশ
৫।	মোঃ লুৎফর রহমান	অষ্টাদশ

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	আয়েশা আখতার	১ম স্থান
২।	সুধীর কুমার মুখার্জি	২য় স্থান
৩।	মোঃ মজিদুল ইসলাম	৭ম স্থান
৪।	মোঃ আমিনুল ইসলাম	৮ম স্থান
৫।	চিত্ত রঞ্জন কুন্ডু	১০ম স্থান
৬।	মোঃ নুরুল ইসলাম	দ্বাদশ
৭।	মোঃ আবদুল সালাম	ত্রয়োদশ
৮।	এফ,এম, গোলাম রাব্বানী	" "
৯।	মোহাম্মদ কায়েস উদ্দিন	ষোড়শ
১০।	মোহাম্মদ আবদুল সাত্তার	ঊনবিংশতি
১১।	এ,এইচ,এম,আবদুল্লাহ	বিংশতিতম

বাণিজ্য বিভাগ

১।	মোঃ শামসুল আলম	২য় স্থান
২।	মোঃ আনিসুর রহমান	৫ম স্থান

১৯৫৬ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	ইদ্রিস আহমেদ	১ম স্থান
২।	মোঃ আজহার উদ্দিন	২য় স্থান
৩।	মোঃ আনিসুল ইসলাম	৪র্থ স্থান
৪।	জাফর হাসান মাহমুদ	৫ম স্থান
৫।	মোহাম্মদ আহসান আলী অষ্টাদশ	

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম	১ম স্থান
২।	মোঃ রেজাউল করিম	২য় স্থান
৩।	মোঃ শামসের আলী	৩য় স্থান
৪।	মোঃ আবুল খায়ের	৫ম স্থান
৫।	এ,কে, মোঃ গিয়াস উদ্দিন	৬ষ্ঠ স্থান
৬।	গোলাম মোরতোজা	৭ম স্থান
৭।	ধীরেন্দ্র নারায়ন বসাক	চতুর্দশ
৮।	মোঃ আফাজ উদ্দিন	পঞ্চদশ
৯।	আবু জাফর মাহমুদ	সপ্তদশ

বাণিজ্য বিভাগ

১।	মোঃ আবদুল আলিম	৭ম স্থান
২।	মোহাম্মদ ইসা	৮ম স্থান

১৯৫৭ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	অসীম কুমার চৌধুরী	১ম স্থান
২।	সনৎ কুমার সাহা	২য় স্থান
৩।	মোঃ জাহিরুল ইসলাম খান	৫ম স্থান
৪।	এ,এম,এম, মোখলেসুর রহমান	৭ম স্থান
৫।	মোঃ খায়রুল বাশার	৮ম স্থান
৬।	মইজ আহমেদ খান	সপ্তদশ
৭।	মীর সানাউল হক খন্দকার	ঊনবিংশতি
	" "	
৮।	নর নারায়ন রায়	

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ শওকত আলী	৪র্থ স্থান
২।	এ,কে,এম, শামসুদ্দিন	৮ম স্থান
৩।	তালুকদার শামসুল আলম	পঞ্চদশ
৪।	মোহাম্মদ হাসান	সপ্তদশ

১৯৫৯ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	এ,কে,এম, ফজলুল হক	৪র্থ স্থান
২।	মোহাম্মদআলী	৬ষ্ঠ স্থান
৩।	মোঃ আনোয়ারুল আলম	৮ম স্থান
৪।	মোঃ শামসুদ্দোহা	১০ম স্থান

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ আমিনুল হক	৭ম স্থান
২।	সৈয়দ সরফারুল হক	১০ম স্থান
৩।	মোঃ নুরুল ইসলাম	একাদশ
৪।	মোঃ আবুল হোসেন প্রামানিক	ষোড়শ

১৯৬৪ সাল

১।	শামসুন নাহার	১ম স্থান
২।	মোঃ শওকত আনোয়ার	৩য় স্থান
৩।	এহসান আমান চৌধুরী	৪র্থ স্থান
৪।	নূর হোসেন সরকার	৫ম স্থান
৫।	মাহমুদ হাসান	৬ষ্ঠ স্থান
৬।	মোঃ আশাদুজ্জামান	৮ম স্থান
৭।	এ,কে,এম, শামসুল আলম	৯ম স্থান
৮।	মোঃ আবদুর রহমান চৌধুরী	৯ম স্থান
৯।	ইমান উদ্দিন চৌধুরী	১০ম স্থান
১০।	ফারুক আহাম্মদ	১০ম স্থান
১১।	মোঃ আবদুল হাকিম	একাদশ
১২।	এম,এম, মাহবুবুর রহমান	দ্বাদশ
১৩।	মোঃ আমিরুল ইসলাম	চতুর্দশ
১৪।	জয়নাল হোসেন চৌধুরী	ষোড়শ
১৫।	মোঃ শহীদুল ইসলাম	অষ্টাদশ

১৯৬৫ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	ইউসুফ জামান মিয়া	২য় স্থান
২।	মনোতোষ রঞ্জন চক্রবর্তী	৩য় স্থান
৩।	নূর জাহান বেগম	৬ষ্ঠ স্থান

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ আজিজুর রহমান	১ম স্থান
২।	মোঃ রেজাউল ইসলাম	২য় স্থান
৩।	আশরাফুদ্দিন আহমেদ	৩য় স্থান
৪।	মোঃ আবদুল মালেক	৪র্থ স্থান
৫।	আলী আহাম্মদ নুরুল আবেদীন চৌঃ	১০ম স্থান

১৯৬৬ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	মোঃ তালেবুর রহমান	৩য় স্থান
২।	মোঃ নুরুল ইসলাম	৫ম স্থান
৩।	মোঃ লুৎফুল হাই আমি	৬ষ্ঠ স্থান

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ হাবিবুর রহমান	১ম স্থান
২।	মোঃ মাকসুদুল করিম	২য় স্থান
৩।	মারুফ হাসান	৩য় স্থান
৪।	মোস্তফা কামাল মোক্তারী	৫ম স্থান
৫।	মোঃ মহিবুল হাসান	৭ম স্থান
৬।	মোঃ আমিনুল ইসলাম	৮ম স্থান
৭।	মোঃ ফজলুল বারী	৮ম স্থান
৮।	মোঃ গোলাম রসুল	১০ম স্থান

১৯৬৭ সাল

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	খন্দকার রেজাউল করিম	১ম
২।	আবদুল ওয়াদুদ	২য়
৩।	আহাম্মদ হাবীব আহসান	৩য়
৪।	মোঃ আবদুল ছালাম	৪র্থ
৫।	মোঃ সোহরাব হোসাইন	৫ম
৬।	শেখ হাসান বকস	৬ষ্ঠ
৭।	মোঃ লুৎফর রহমান খান	৭ম
৮।	সৈয়দ গোলাম মোস্তফা	৮ম
৯।	তপন কুমার ঘোষ	৯ম
১০।	মোঃ নুরুল ইসলাম খান	৯ম
১১।	মোঃ মমিনুল হক	১০ম

সম্মিলিত মেধা তালিকা

১৯৬৮ সাল

১।	এ,কে,মোঃমাসুদ	১ম
২।	জয়ন্তকুমার রুদ্র	৩য়
৩।	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	৩য়
৪।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	৩য়
৫।	এস,এম, এয়াজ আলী	৪র্থ
৬।	মোঃ রবিউল হাসান	৫ম
৭।	সামেনা চৌধুরী	৬ষ্ঠ
৮।	মোঃ নিজাম উদ্দিন	৭ম
৯।	এ,এফ,এম, মফিজুল ইসলাম	৮ম
১০।	রেজিনা সুলতানা	৯ম
১১।	মোঃ মতিয়ার রহমান	১০ম
১২।	জাফর আহম্মেদ লতিফ	একাদশ
১৩।	সোহেলীআকতার	দ্বাদশ
১৪।	মোঃ আলাউদ্দিন	ত্রয়োদশ
১৫।	মোঃ ইয়াছিন আলী	চতুর্দশ
১৬।	ফজলুল বারী	পঞ্চদশ
১৭।	মোঃ আবদুল ওহাব	ষোড়শ
১৮।	মোঃ মজিবুর রহমান	সপ্তদশ
১৯।	শরফুদ্দিন আহমেদ	অষ্টাদশ
২০।	কে,এম, আবদুল মান্নান	" "
২১।	মোঃ জাবেদ আলী	উনবিংশতি
২২।	মোঃ ইসরাইল হক	বিংশতি

১৯৬৯ সাল

১।	নিলুফার মতিন	১ম
২।	মেহাত ফারুক	২য়
৩।	এ, আলী আরিফুর রহমান	৩য়
৪।	নিতা আলী	৪র্থ
৫।	এ,টি,এম, আলতাফ হোসাইন	৫ম
৬।	শামীম আরা খানম	১০ম
৭।	মোঃ আলতাফুর রহমান	চতুর্দশ

১৯৭০ সাল

১।	অসিত কুমার সরকার	৩য়
২।	কাজী মহিউদ্দিন আহম্মেদ	৬ষ্ঠ
৩।	সায়েদা আখতার জাহান	৭ম
৪।	মোহাঃ জাহিদ হোসেন	৮ম
৫।	গোলাম আবু জাকারিয়া	১০ম
৬।	মোঃ হোসেন মনসুর	১০ম
৭।	মোঃ আবদুল সালাম	একাদশ
৮।	মোঃ আবদুল মতিন	ত্রয়োদশ
৯।	অশোক কুমার ঘোষ	পঞ্চদশ
১০।	সামরোজ সুলতানা	বিংশতি

১৯৭১ সাল

১।	এ,কে,এমমাসুম	৩য়
২।	মোঃ মঞ্জুরুল হক	৯ম
৩।	এম,এ, সেকান্দর	১০ম
৪।	মোঃ সাবের আলী	১০ম
৫।	আবু তালেব খোন্দকার	ত্রয়োদশ
৬।	মোঃ নুরুল আনাম	চতুর্দশ

১৯৭২ সাল

মানবিক বিভাগ

১।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	১ম
২।	এ,কে,এম, আনোয়ারুল হক	২য়
৩।	মোঃ মোজ্জাম্মেল হক	৫ম
৪।	মোঃ আবদুল মতিন চৌধুরী	৬ষ্ঠ
৫।	মোঃ আবু ইউসুফ	৮ম

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	মোঃ হাবিবুর রহমান	১ম
২।	এ,কে,এমমাসুম	৩য়
৩।	মোঃ নাজমুল হাসান	৪র্থ
৪।	গোলাম সারোয়ার	৫ম
৫।	আবু বাকার সিদ্দিক	৬ষ্ঠ
৬।	মোঃ ওসমান গনি তালুকদার	৬ষ্ঠ
৭।	মোঃ নুরুল আলম	৭ম
৮।	শাহ্ মোঃ তামজিম	৭ম
৯।	মোঃ মোশাব্বের হোসেন	৮ম
১০।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৮ম
১১।	কে,এ,এম, মফিজুল কবীর	৯ম
১২।	মোঃ আবদুল মজিদ	১০ম
১৩।	রফিক আহমেদ	১০ম
১৪।	মনজুরুল হক	১০ম

সম্মিলিত মেধা তালিকা

১৯৭৪ সাল

১।	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	২য় স্থান
২।	পরিমল কুমার সাধু	৪র্থ "
৩।	মোখলেসুর রহমান	৫ম "
৪।	মোঃ আশরাফ আলী	৬ষ্ঠ "
৫।	আবু সালেহ জামাল উদ্দিন আহমেদ	৭ম "
৬।	জয়ন্ত কুমার সাহা	১০ম "
৭।	অনিল কুমার দে	চতুর্দশ
৮।	মোঃ হাইদার রশিদ	পঞ্চদশ
৯।	ফিরোজ আহম্মেদ কোরাইশি	অষ্টাদশ
১০।	ফয়সাল কবির	" "
১১।	ফাহমিদ হোসেন	বিংশতি

১৯৭৫ সাল

১।	মিয়া মোঃ নুরুল কবীর	প্রথম
২।	মোঃ রিয়াজুল হামিদ	পঞ্চম
৩।	মোঃ আবদুস সবুর	নবম
৪।	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	দ্বাদশ
৫।	মোঃ ফজলুর রহমান শেখ	ত্রয়োদশ
৬।	মোঃ আনিসুর রহমান	ষষ্টদশ
৭।	আহমেদ বায়রুল আলম	উনবিংশ
৮।	আবু তাজ মোঃ মাহবুব -উল-আলম	উনবিংশ

১৯৭৬ সাল

১।	আবু আইয়ুহান মোঃ মোয়াসির	২য় স্থান
২।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৩য় "
৩।	মোঃ আখতারুল ইসলাম	৪র্থ "
৪।	মহসিন উদ্দিন	৫ম "
৫।	এস,এম, কয়রুল আলম খান	৭ম "
৬।	মঞ্জুর আহমেদ	৮ম "
৭।	সাবরিয়া লোকমান	১০ম "
৮।	মোঃ মোখলেসুর রহমান	একাদশ
৯।	তপন কুমার সরকার	ত্রয়োদশ
১০।	মোঃ হাবিবুর রহমান	ত্রয়োদশ
১১।	মোঃ মতিউর রহমান	সপ্তদশ
১২।	কিউ এ, রুহুল আমিন	অষ্টাদশ
১৩।	মোঃ আজিজুল হক	অষ্টাদশ

১৯৭৭ সাল

১।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	১ম স্থান
২।	মোঃ আহসানুল আযীম	৪র্থ "
৩।	মোঃ নুরুল ইসলাম	৫ম "
৪।	সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	৬ষ্ঠ "
৫।	মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার	৮ম "
৬।	ফরিদা জাহান	ত্রয়োদশ
৭।	খোন্দকার গোলাম মোস্তাকিম	চতুর্দশ
৮।	আজিজুর রহমান প্রামানিক	সপ্তদশ
৯।	ইকবাল মাহমুদ	অষ্টাদশ
১০।	আবদুল গাফফার	ঊনবিংশতি
১১।	মোঃ হাবিবুর রহমান	বিংশতি

১৯৭৮ সাল

১।	দেওয়ান মোঃ হাসনাত-ই-রাব্বি	১ম স্থান
২।	ফাহমিদা রহমান	৩য় "
৩।	মোঃ আবদুস সামাদ	৬ষ্ঠ "
৪।	মোঃ মনিরুল ইসলাম	৯ম "
৫।	মোঃ ইফতেখার হোসেন	১০ম "
৬।	মোঃ মকছেদুর রহমান	পঞ্চদশ
৭।	মোঃ সায়দুল ইসলাম	অষ্টাদশ
৮।	মোঃ রবিউল করিম	বিংশতি

১৯৭৯ সাল

১।	মোঃ সাইফুল ইসলাম	১ম স্থান
২।	মোঃ রেজাউল আলম খান	৩য় "
৩।	মোঃ সারোয়ার আমিন	৭ম "
৪।	আবদুল আহাদ সামী আওয়ান	চতুর্দশ
৫।	মোঃ নুরুল হুদা	সপ্তদশ
৬।	মোঃ হেলাল উদ্দিন	ঊনবিংশতি
৭।	মোঃ শফিকুল আলম	বিংশতি

১৯৮০ সাল

১।	মোঃ আনোয়ারুল হাসান	২য় স্থান
২।	মোঃ আবদুস সামাদ	৪র্থ "
৩।	মোঃ হুমায়ুন কবীর	৫ম "
৪।	মোঃ মাহমুদুল আলম	৭ম "
৫।	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	১০ম "

৬।	সুলতানা শাহনাজ	একাদশ
৭।	মোঃ আবদুস সালাম	দ্বাদশ
৮।	মোঃ আফসার আলী	চতুর্দশ
৯।	তৌফিক আহমেদ	পঞ্চদশ
১০।	জগবন্ধু মন্ডল	" "
১১।	খোন্দকার মোঃ মনিরুজ্জামান	সপ্তদশ

১৯৮১ সাল

১।	শেখ নাইমুর আলম	২য় স্থান
২।	মোঃ আলতাফ হোসেন	৩য় "
৩।	মোঃ আহসান হাবিব	৬ষ্ঠ "
৪।	শফি উদ্দিন আহমেদ	৮ম "
৫।	বিকাশ চন্দ্র ঘোষ	৯ম "
৬।	মোঃ আবদুল মজিদ	১০ম "
৭।	শাহানা শারমিন	ঊনবিংশতি
৮।	আবদুল হালিম মোঃ সাইদুল হক	" "

১৯৮২ সাল

১।	মোঃ মাসকর আলী	১ম স্থান
২।	মোঃ জিয়াদুল আনাম	৫ম "
৩।	মোঃ রফিকুল মতিন	৬ষ্ঠ "
৪।	আফরোজা রহমান	৮ম "
৫।	মোঃ আহসান আখতার	৯ম "
৬।	তাহমিনা রহমান	১০ম "
৭।	শেখ মোঃ আবদুল লতিফ	১০ম "
৮।	আবু আশফাক রাশেদ	চতুর্দশ
৯।	মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সপ্তদশ
১০।	শেখ মোঃ শহিদুল হক	ঊনবিংশতি

১৯৮৩ সাল

১।	মোনালিসা হাবিব	১ম স্থান
২।	মাহমুদ আলম	২য় "
৩।	রায়হানা আউয়াল	৬ষ্ঠ "
৪।	ফারহানা হক	৮ম "
৫।	ফারহানা সোহাওয়ান	১০ম "
৬।	মোঃ আখতারুজ্জামান সরকার	১০ম "
৭।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	একাদশ
৮।	আবু তাহের মোঃ নুরুন নবী শাহ	ত্রয়োদশ
৯।	কে,এম মোস্তাফেজ হোসেন	চতুর্দশ
১০।	এ,আর,এম, কাইসার জামান	ঊনবিংশতি
১১।	গনেশ চন্দ্র কর্মকার	বিংশতি

১৯৮৪ সাল

১।	প্রণব কুমার দাস	২য় স্থান
২।	মোঃ মিজানুল হক	৩য় "
৩।	মোঃ শাহ আলম	৪র্থ "
৪।	আইরিন বাপ্পু লুসি	৬ষ্ঠ "
৫।	মোঃ তৌহিদ-উল-মুলক	৮ম "
৬।	জান্নাতুল ফেরদৌস	৯ম "
৭।	মনিরা ইয়াসমিন	দ্বাদশ
৮।	মোঃ শফিউর রহমান	ষোড়শ
		ত্রয়োদশ
৯।	এ,কে,এম, মামুন করিম	
১০।	রাজিয়া বিনতে ইব্রাহিমী	" "
১১।	মাহমুদ আখতার শরিফ	পঞ্চদশ
১২।	মোঃ সাইফুল ইসলাম	ষোড়শ
১৩।	খালেদ আল মামুন	অষ্টাদশ
১৪।	মোঃ আবদুস সামাদ আজাদ	বিংশতি
১৫।	আবু হুমায়ুন মোঃ শাখাওয়াত আখতার	বিংশতি

১৯৮৫ সাল

১।	মীর মোঃ রুহুল কবীর	১ম
২।	ফরহাদ আহমেদ	২য়
৩।	মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ	৩য়
৪।	মোঃ ইসমত কাদির	৪র্থ
৫।	কল্যাণী প্রমা নাথ	৫ম
৬।	মেহেদী হাসান	৯ম
৭।	মোঃ আবদুস সালাম	১০ম
৮।	মোঃ আখতার ইমাম	দ্বাদশ
৯।	ওয়াহিদ-উল-মুলুক	ত্রয়োদশ
১০।	মাহিদ রিয়াজ শাপলা	চতুর্দশ
১১।	শ্যামলী পাল	সপ্তদশ
১২।	মোঃ সুজাত আলী	অষ্টাদশ
১৩।	মোঃ সাইফুল আলম	ঊনবিংশতি

১৯৮৬ সাল

১।	মোঃ আবদুল আলিম	২য় স্থান
২।	সন্দীপন সন্যাল	৪র্থ "
৩।	মারুফা কানিজ	৮ম "
৪।	হরিপদ সরকার	চতুর্দশ
৫।	মোঃ ইমরুল চৌধুরী	ষোড়শ
৬।	ফতেহ-উল-আলম মুহাঃ শাকী ইউসুফ	অষ্টাদশ
৭।	গোলাম মোস্তফা	" "

১৯৮৭

১।	সাদেকা তামান্না	১ম স্থান
২।	মোঃ আমানুল হক	২য় "
৩।	মাহমুদ হোসেন	৫ম "
৪।	মোঃ মিজানুর রহমান	৬ষ্ঠ "
৫।	মোঃ আসাদুল করিম	৮ম "
৬।	মোঃ হাসানুল আনাম সিদ্দিকী	৯ম "
৭।	অনিন্দ্য কুমার নাথ	৯ম "
৮।	মোঃ তৌহিদ সালাম	পঞ্চদশ
৯।	মোঃ হাবিবুল ইসলাম	সপ্তদশ
১০।	সানজিদা জোহরা হাবিব	ঊনবিংশতি

অনুষদ ভিত্তিক মেধা তালিকা

১৯৮৮ সাল

বিজ্ঞান বিভাগ

১।	সুলক্ষণা শ্যামানাথ	৩য় স্থান
২।	শাহনুর আলম খান	৫ম "
৩।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৮ম "
৪।	সমীর কুমার দত্ত	একাদশ
৫।	জাকিয়া খান	দ্বাদশ
৬।	সিকান্দার আবু রাকিব	ত্রয়োদশ
৭।	মানজিন মনিরা [illegible]	পঞ্চদশ

মানবিক বিভাগ

১.	মোহাম্মদ আলী	
১.	মোহাম্মদ আলী	১ম স্থান
২.	মোঃ আবু নসর	২য় "
৩.	মোঃ লুৎফর রহমান মণ্ডল	৫ম "
৪.	সায়মা সামাদ	৬ষ্ঠ "
৫.	এ. কে. এম ফজলুল হক	৯ম "

বাণিজ্য বিভাগ

১.	মোঃ সরওয়ার্দী হোসেন	১ম "
২.	মো : তরিকুল ইসলাম	২য় "
৩.	মোঃ আরিফুর রহমান	৪র্থ "
৪.	নিলুফার ইয়াসমিন	৫ম "
৫.	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন শাহ	৭ম "
৬.	খান মোঃ মশিউর রহমান	৯ম "

শতবর্ষ অনুষ্ঠানের মনোগ্রাম পরিকল্পনায় কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মোঃ আজিজুল হক।